ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 8 June 2022 ■ আগরতলা ৮ জুন, ২০২২ ইং ■ ২৪ জ্যৈষ্ঠ্য ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিজেপির যোগদান সভা ঘিরে রণক্ষেত্র তৈদু, কাঠগড়ায় মথা

পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। যোগদান কর্মসূচীকে ঘিরে আজ রণক্ষেত্রের রূপ নিয়েছিল তৈদু। মূলত, পাতাল কন্যা জমাতিয়ার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়াতে গিয়েই স্থানীয় মানুষ অশান্তির পরিবেশ কায়েম করেছিল বলে অভিযোগ করেছেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। তাঁর কথায়, রাজনৈতিক দলবদলের অধিকার সকলের রয়েছে। কিন্তু, এভাবে পাতাল কন্যা জমাতিয়ার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ সুস্থ রাজনীতির পরিচয় বহন করে না। তিপরা মথা সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মনের এবার অন্তত মুখ খোলা উচিত। দলীয় কর্মীদের শান্ত থাকার কড়া বার্তা দেওয়া খুবই আবশ্যিক হয়ে পড়েছে।

সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা জানান, তৈদু কমিউনিটি হলে আজ বিজেপির যোগদান সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ওই যোগদান সভায় জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া এবং বিজেপি প্রদেশ সহ সভানেত্রী পাতাল কন্যা জমাতিয়া উপস্থিত থাকবেন বলে নির্ধারিত হয়েছিল। তিনি নিজেও ওই যোগদান গিয়েছেন। কিন্তু, স্থানীয় মানুষের উগ্র আচরণে শেষ পর্যন্ত রামপদ জমাতিয়া এবং পাতাল কন্যা জমাতিয়া যোগদান সভায় আসা বাতিল করেছেন। তিনি বলেন, তৈদু কমিউনিটি হলে যাওয়ার পথে গাড়িতে পাতাল কন্যা জমাতিয়া রয়েছেন ভেবে স্থানীয় মানুষ ঘেরাও করে রেখেছিলেন আমাকে। পরে নিরাপত্তা রক্ষীরা আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে।

তিনি বলেন, আজ দিল্লি যাওয়ার জন্য যোগদান সভায় নির্ধারিত সময়ের আগেই পৌছে গিয়েছিলাম। ফলে, পাতাল কন্যা জমাতিয়াকে নিয়ে মানুষের ক্ষোভের প্রমাণ পেলাম। তিনি বলেন, দুইটি স্থানে শতাধিক মহিলা ও পুরুষ কালো পতাকা এবং লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন।

এদিন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশের কাঁদানে গ্যাস ছুড়তে এবং মৃদু লাঠিচার্জ করতে হয়েছে। এরপরই সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা তৈদু কমিউনিটি হলে যেতে পেরেছেন। রেবতী বাবু বলেন, রাজনৈতিক দলবদলের অধিকার সকলের রয়েছে। ফলে, পাতাল কন্যা জমাতিয়া বিজেপি দলে যোগদানে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো উচিত নয় বলেই মনে করি। তাঁর দাবি, ইতিপূর্বেও বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা হয়েছে। বারবার সন্ত্রাস মেনে নেওয়া হবে না। এক্ষেত্রে তিপরা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মনের এখনি দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দেওয়া উচিত। শান্তি বজায় রাখা খুবই জরুরী।তিনি বলেন, আজ তৈদু কমিউনিটি হলে শান্তি বজায় রাখার বার্তা দিয়েছি। তিনি চাইছেন, সংস্কৃতি চর্চা এবং ভাল ফুটবল খেলোয়াড় দিয়ে তৈদুর পরিচিতি হোক। অশান্তির বদলে শান্তি-সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি করা দরকার। তিনি জানান, আজ বিভিন্ন দল থেকে ২১৭ পরিবারের ৬৮৯ জন বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।

ছড়ার জলে উদ্ধার এক ব্যক্তির মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। সাত সকালে ছড়ার জলে উদ্ধার হয়েছে এক ব্যক্তির মৃতদেহ। ঘটনাটি ঘটেছে অমরপুর বীরগঞ্জ থানাধীন পশ্চিম মালবাসা এলাকায়। মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বীরগঞ্জ থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন সুশীল সরকার। পরিবারের লোকজন এবং এলাকাবাসীরা বহু খোঁজাখুঁজি করার পরও তার কোন হদিস মেলেনি। এদিকে মঙ্গলবার সকালে বাড়ি থেকে দূরে ছড়ার জলে ভেসে ওঠে সুশীল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়ার মহিলার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার বাংলাদেশে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৭ জুন।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার বাসিন্দা আরতি রাণী দাসের মৃতদেহ বাংলাদেশে উদ্ধার হয়েছে। ত্রিপুরায় নিখোজ মহিলার ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ বাংলাদেশে উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তাঁর মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে বাংলাদেশের পরশুরাম থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। আজ সকাল ১১টা নাগাদ তাঁর মৃতদেহ পরিবারের হতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পারিবারিক সুত্রে দাবি, ওই মহিলা মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু, বাংলাদেশে গিয়ে কিভাবে আত্মঘাতী হলেন তিনি, সেই রহস্যের কিনারা হোক চাইছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

বিলোনিয়া থানার ওসি স্মৃতিকান্ত বর্ধন জানিয়েছেন, গত ৫ জুন স্থানীয় রামঠাকুর পাড়ার বাসিন্দা আরতি রাণী দাসের নিখোজ ডায়েরি করেন তাঁর পরিবার। ৬ জুন সকাল ৯টা নাগাদ বাংলাদেশের পরশুরাম থানাধীন ডুবলার চান এলাকায় মুহুরী নদীর পাড়ে একাশিয়া গাছের ডালে নিজ শাড়িতেই ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

এ-বিষয়ে পরশুরাম থানার পুলিশ ইন্সপেক্টর মো: সাইফুল ইসলাম বলেন, ওই মহিলা মৃতদেহ উদ্ধারের পর ফেনী সদর হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছিল। সাথেই ওই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। পরবর্তীতে ত্রিপুরার বিলোনিয়া থানার ওসির সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে বিএসএফ-বিজিবি এবং বিলোনিয়া মহিলা থানার যৌথ সহযোগিতায় আজ সকাল ১১টায় মুহুরী ঘাট মুহুরীঘাট সীমান্ত শুল্ক বাণিজ্য কেন্দ্র দিয়ে মৃতদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।বিলোনিয়া থানার ওসি জানান, মৃতার ছেলে রিপন দাস মৃতদেহ সংগ্রহ করেছেন। তবে, ওই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে তিনি স্পষ্টভাবে কিছুই বলতে পারেননি। অবাক করার বিষয় হল, ত্রিপুরা থেকে তিনি সীমান্ত ডিঙ্গিয়ে বাংলাদেশে কিভাবে গেলেন তার উত্তর কেউ দিতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোদী সরকারের আট বছর পূর্তি, রাজ্যে বিকাশ তীর্থ বাইক মিছিলের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের ৮ বছর পূর্তিতে বিজেপির সদর শহর ও গ্রামীণ জেলার উদ্যোগে বিকাশ তীর্থ বাইক মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এবং বিধায়িকা মিমি মজুমদার ওই মিছিলে অংশ নিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, সেবা, সুশাসন ও স্বচ্ছ প্রশাসন নিয়ে সরকার যেভাবে কাজ করে চলছে তাকে সাধুবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার সদর শহর জেলার উদ্যোগে বিকাশ তীর্থ বাইক মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন শহীদ ক্ষুদিরাম বসু স্কুলের মাঠ থেকে বাইক মিছিল শুরু হয়ে সারা শহর পরিক্রমা করেছে। ওই বাইক মিছিলে অংশ নেন বিধায়িকা মিমি মজুমদার, সদর শহর জেলা যুব মোর্চার সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

এদিনের বিকাশ তীর্থ বাইক মিছিলটি চারিপাড়া রেল ষ্টেশনে গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। এদিন মিছিলে উপস্থিত থেকে বিধায়িকা মিমি মজুমদার বলেন, মূলত আট বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগে সুষ্ঠু সরকার পরিচালিত হচ্ছে। সমাজের সকল অংশের মানুষের কাছে তার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এদিনের এই বাইক মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। উপনির্বাচন সম্পর্কে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রচার সজ্জা নষ্টের অভিযোগে সড়ক অবরোধ সিপিআইএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। উপ নির্বাচনের আগেই শাসক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে রাস্তা অবরোধ করলেন বাম সমর্থকরা। প্রচার সজ্জায় বাধা প্রদান করে আক্রমণের অভিযোগ শাসকদলের বিরুদ্ধে। রাজধানীর রাধানগর সংলগ্ন ভিআইপি রোড এলাকায় মঙ্গলবার সকালে রাস্তা অবরোধ করেন বাম সমর্থকরা।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সি.পি.আই.এম কর্মী সমর্থকরা মঙ্গলবার রাধানগর এলাকায় ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন সহ নির্বাচনী প্রচার সজ্জা দিয়ে এলাকা সাজিয়ে তোলার কাজ করছিল। সেসময় শাসক দলের বাইক বাহিনী এসে সিপিআইএম কর্মী সমর্থকদের মারধর করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর তীব্র প্রতিবাদে রাধানগর এলাকায় রাস্তা অবরোধে সামিল হয় সিপিআইএম কর্মী-সমর্থকরা। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত, কৃষ্ণ রক্ষিত সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ এবং টি.এস.আর। মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের আশ্বাসের পর রাস্তা অবরোধ প্রত্যাহার করে সি.পি.আই.এম কর্মী সমর্থকরা। বিজেপি'র বাইক বাহিনী এসে মঙ্গলবার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাড়িতে চলছে শ্রাদ্ধ, মৃত সন্তান ফিরে এল, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। বাড়িতে চলছে শ্রাদ্ধ। এরই মধ্যে প্রয়াত যুবক বাড়িতে ফিরে এসেছেন। মৃত সন্তানকে জীবিত দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পরেন পিতা-মাতা ও পরিবারের অন্য সদস্যরা। প্রতিবেশীরাও রীতিমতো বিস্মিত। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় মোহনপুরের বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অধীন পশ্চিমবাংলা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়ার বাসিন্দা আকাশ সরকার সকলকে কল্পনার জগতে পৌছে দিয়েছে। কারণ, তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যুতেই বাড়িতে শ্রাদ্ধ-র আয়োজন করা হয়েছিল।

এখন কিছুটা পেছনে ফিরে দেখা যাক। গত ৩ জুন আগরতলা বটতলা ফাঁড়ির অধীন মেলার মাঠ পুকুরে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। একই সময়ে বামুটিয়া ফাঁড়ির অধীন দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়ার বাসিন্দা আকাশ সরকারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পুকুরে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে বামুটিয়া ফাঁড়ির পুলিশ আকাশের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেন এবং মৃতদেহ শনাক্ত করতে বলেছিলেন। পুকুরের জলে ডুবে যাওয়ার কারণে মৃতদেহটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

Government of India

Azadi Ka Amrit Mahotsav

দেশ সংকল্পবদ্ধ,

১০০% মানুষের কাছে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগগুলি নিশ্চিত করতে

- আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় ৩.৩ কোটিরও বেশি মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছে, পিএম-এবিএইচআইএম এর সঙ্গে প্রতিটি জেলায় স্বাস্থ্য পরিষেবায় অভূতপূর্ব উন্নতি
- ১.১৮ লক্ষ স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্র খোলা হয়েছে, ২২ কোটিরও বেশি ডিজিটাল স্বাস্থ্য আইডি দেওয়া হয়েছে
- ৮৭০০ এর বেশি জনঔষধি কেন্দ্র থেকে কোটি কোটি মানুষ সাশ্রয়ী মূল্যে ভালো মানের ওষুধ কিনেছেন, অভাবি মানুষের জন্য প্রায় ১৫০০০ কোটি টাকা সাশ্রয়
- স্বাস্থ্য সেবার পরম্পরাগত ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া- যোগের বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি, পৃথক আয়ুষ মন্ত্রক গঠন
- শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদায়ী মায়েদের জন্য সঠিক পুষ্টি, সময় মতো টিকাদান নিশ্চিত করা হয়েছে
- গত ৮ বছরে ১৫টি নতুন এআইআইএমএস, মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৩৮৭ থেকে বেড়ে ৫৯৬, মেডিকেল কলেজগুলিতে আসন সংখ্যা ৮২০০০ থেকে বেড়ে ১.৫ লক্ষ, জাতীয় মেডিকেল কমিশন গঠনের সঙ্গে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বড় ধরনের সংস্কার
- ভারতে বিশ্বের বৃহত্তম বিনামূল্যে টিকাকরণ অভিযান-১৯৪ কোটিরও বেশি টিকার ডোজ দেওয়া হয়েছে
- কোভিড মহামারির জেরে উদ্ভুত সমস্যাগুলি সফলভাবে মোকাবিলা করা হয়েছে, 'পরীক্ষা, অনুসন্ধান, চিকিৎসা ও টিকাকরণ' এর মতো ক্ষেত্রে জোর দেওয়া এবং প্রত্যেকের জন্য সঠিক মানের স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা

"উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধা শুধুমাত্র রোগের চিকিৎসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তারা সামাজিক ন্যায়বিচারক্যে উৎসাহিত করেছে। যখন একজন দরিদ্র ব্যক্তি সাশ্রয়ী মূল্যে এবং সর্বোত্তম চিকিৎসার সুযোগ পান, তখন ব্যবস্থার প্রতি তার বিশ্বাস দৃঢ় হয়।"

— নরেন্দ্র মোদী —

davp 22201/13/0029/2223

8 Years
Seva, Sushasan
Garib Kalyan

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা২৫০ ▫ ৮ জুন ২০২২ ইং ▫২৪ জ্যৈষ্ঠ ▫বুধবার ▫১৪২৯ বঙ্গাব্দ

উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি পর্যটন বিকাশ

যে কোন রাজ্যের উন্নয়নের মূল ভূমিকা পালন করে থাকে পর্যটন ক্ষেত্র। সেই কারণেই পর্যটন কেন্দ্রকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের পর্যটন বিকাশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার গুলি নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া থাকে। পর্যটকদের আকর্ষিত করিবার জন্য দৃষ্টিনন্দন পরিকাঠামো গড়িয়া তোলা খুবই জরুরী। যে রাজ্যে বা অঞ্চলে পর্যটকের আগমন যত বেশি ঘটিবে ওই অঞ্চল ততই উন্নত হইবে। পর্যটন শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে শান্তি-সম্প্রীতি পরিবেশ অন্যতম শর্ত। পর্যাপ্ত পর্যটন পরিকাঠামো থাকিলেও সংশ্লিষ্ট এলাকায় যদি শান্তি সম্প্রীতি ও পরিবেশ অক্ষুন্ন না থাকে তাহা হইলে পর্যটকরা ওই এলাকায় আসতে চাইবেন না। এই প্রসঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরের কথা অকপট বলা যাইতে পারে। জম্মু-কাশ্মীরের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকদের দারুণভাবে আকর্ষিত করে। সেই সুবাদে ব্যাপক সংখ্যায় পর্যটক এর আগমন ঘটে। কিন্তু মাঝখানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ। জম্মু-কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ এর কারণেই অনেকাংশে পর্যটকরা আকর্ষিত হয় না। জম্মু-কাশ্মীরের দীর্ঘকালের জটিল সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়া জম্মু-কাশ্মীর কে এক আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

কাশ্মীরের পরিস্থিতি এখন 'ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল'। প্রধানমন্ত্রীর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান জম্মু-কাশ্মীরের বিধানসভা ও লোকসভা সীমানা পুনর্নির্ধারণের মাধ্যমে ভোট করিয়ে মুসলমান-প্রধান কাশ্মীরে প্রথম কোনও এক হিন্দুকে মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে আসীন করা। পঞ্চায়েত সদস্যদের জড়ো করিয়া প্রকাশ্যে সেই রাজনৈতিক মহড়াই হইল পালিতে। স্বপ্নের ফেরিওয়ালা আবার স্বপ্ন দেখাইলেন। এবার জম্মু-কাশ্মীরের তরুণ প্রজন্মকে। বলিলেন, আগের প্রজন্মের মতো আপনাদের আর কষ্টের মধ্যে পড়িতে হইবে না। স্বপ্ন সাকার হইল কি না, সেই বিচারে কেই-বা যাইতে চায়, যখন ভোটে তাহার বিরূপ প্রতিফলন ঘটিবে না? এভাবেই তো বিজেপিকে তিনি অজেয় করিয়াছেন। পৃথিবীর বৃহত্তম দলের মর্যাদা দিয়াছেন। এ কৃতিত্ব অনন্য।বছর তিন আগে ৩৭০ অনুচ্ছেদ খারিজের পর এই প্রথম প্রধানমন্ত্রীর জম্মু-কাশ্মীর সফর। উপত্যকায় অবশ্য নয়, জম্মুর সাম্বা জেলার পালি গ্রামে। দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পর জম্মু-কাশ্মীরে কোনটা সত্য কোনটা অসত্য, কোনটা রঞ্জিত কোনটা অতিরঞ্জিত বোঝিবার কোনও উপায় আর নাই। কারণ, নিরপেক্ষ গণমাধ্যমের চিহ্নই নেই। সরকারি তথ্যকে চ্যালেঞ্জ জানানো রাষ্ট্রদ্রোহিতার নামান্তর। প্রধানমন্ত্রী সেখানে বলিয়াছেন, গণতন্ত্র তৃণমূল স্তরে পৌঁছিয়া গিয়াছে। উন্নয়নের যে-ফিরিস্তি তিনি শুনাইয়াছেন তাহা বাস্তবায়িত হলে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠারও দেরি নাই। সরকারি বয়ানে কাশ্মীর এখন সেই ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল'। উপত্যকা কতটা শান্ত দিঘির জলের মতো স্থির তাহার প্রমাণ পর্যটকের প্লাবন। দশ বছরের পরিসংখ্যান ভাঙিয়া পর্যটনে কাশ্মীর এবার রেকর্ড করিয়াছে। এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত পর্যটকের সংখ্যা সাড়ে তিন লক্ষ। শুধু মার্চেই ভিড় জমাইয়াছেন প্রায় দু'-লক্ষ! কাশ্মীরিয়ৎ'-এর কফিনে শেষ পেরেকটি যাঁহার পোঁতা, উপত্যকা তাঁহার আগমনে উত্তাল হইল না, কোনও সংগঠন বন্‌ধ বা হরতালের ডাক দিল না, কেউ কালো পতাকা দেখাইল না, প্রশাসনের গর্ব সেটাই। তাহাদের কাছে এটাই 'স্বাভাবিকতা'-র সেরা। যাহা কিছু উন্নয়ন গত সাত বছরে এবং তিনিই তাহার রূপকার, সেই প্রধানমন্ত্রীর এখন একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান জম্মু-কাশ্মীরের বিধানসভা ও লোকসভা সীমানা পুনর্নির্ধারণের মাধ্যমে ভোট করাইয়া মুসলমান-প্রধান কাশ্মীরে প্রথম কোনও এক হিন্দুকে মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে আসীন করা।

প্রকাশ্য এই উদ্যোগের পাশে রহিয়াছে এক পরোক্ষ প্রচেষ্টাও। সরকারের নির্দেশ মেনে লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পরোক্ষে সেই কাজ করিয়া চলিয়াছে 'ডিলিমিটেশন কমিশন'।

কাশ্মীরের 'ভারতীয়করণ'-এর এই উদ্যোগ প্রধানমন্ত্রীর হক। তাহাতে কাশ্মীরিদের ভাল হইবে না মন্দ, উপত্যকা উদ্বেগহীন হইবে না কি শান্তি-অশান্তির মাঝে পেন্ডুলামের মতো দুলিবে, সংবিধানের অ্যায়সি-ত্যায়সি হল কি না- তাহি গৌণ। মুখ্য হল, রাজনৈতিক আদর্শের জয়।

পুলিশের নির্দেশিকা মেনে ফের রবীন্দ্র সরোবরে রোয়িং অনুশীলনের প্রস্তুতি

কলকাতা, ৭ জুন (হি. স.) : রোয়িং নিয়ে লালবাজারের নির্দেশিকা (এসওপি) মেনে নিল ৩টি ক্লাব। সূত্রের খবর, মঙ্গলবারের মধ্যেই চূড়ান্ত এসওপি হাতে পেয়ে যেতে পারে রোয়িং ক্লাবগুলি।

সম্প্রতি রবীন্দ্র সরোবরে রোয়িং অনুশীলনের সময় বোট উল্টে মৃত্যু হয় দুই ছাত্রের। তারপরেই টনক নড়ে পুলিশ-প্রশাসনের। লেক ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত দত্ত বলেন, "যা যা বলেছে সব মেনে নিয়েছি।" ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের তরফে চন্দন রায়চৌধুরী বলেন, "নিয়ম মানা হবে। দ্রুত রোয়িং চালু হোক।" এসওপি-র খসড়া চূড়ান্ত হলে, তবেই ফের রোয়িং শুরু হবে রবীন্দ্র সরোবরে।গত ২১ মে রবীন্দ্র সরোবরে রোয়িংয়ের সময়, ঝোড়ো হাওয়া ও প্রবল বৃষ্টির মধ্যে ডুবে মৃত্যু হয় দুই কিশোরের। সেই ঘটনায় গাফিলতির অভিযোগে উঠে আসে একের পর এক গুরুতর প্রশ্ন। কেএমডিএ এবং রোয়িং ক্লাবগুলির ভূমিকা নিয়ে কাটাছেঁড়া শুরু হয়। তার পরে কেএমডিএ কর্তৃপক্ষ এবং রবীন্দ্র সরোবর ব্যবহারকারী রোয়িং ও সুইমিং ক্লাবের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে নির্দেশিকার খসড়া তৈরি করে দেয় পুলিশ।মঙ্গলবার কেএমডিএ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রস্তাব অনুযায়ী, রবীন্দ্র সরোবরে রোয়িংয়ের সময় আন্তর্জাতিক স্তরের বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রোয়ার, কক্স রাখতে হবে। রবীন্দ্র সরোবরে রাখতে হবে উদ্ধারকারী নৌকা। প্রতি ক্লাবকে একজন করে নিরাপত্তা আধিকারিক রাখতে হবে। ওয়াটার অ্যাম্বুল্যান্স রাখতে হবে রবীন্দ্র সরোবরে। যেখানে থাকবেন চিকিৎসক ও প্যারামেডিক্যাল স্টাফ।এর আগে সোমবার সন্ধ্যায় এই এসওপি নিয়েই দু-ঘণ্টা আলোচনা হয় লালবাজারে। তিনটি ক্লাব, ওয়েস্ট বেঙ্গল রোয়িং অ্যাসোসিয়েশন এবং কেএমডিএ-র প্রতিনিধিরা বৈঠকে অংশ নেন। অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকের পর এসওপি মেনে নেওয়ার কথা জানায় ক্লাবগুলি। ২১ মে-র ঘটনায় এক ছাত্রের পরিবারের তরফে রবীন্দ্র সরোবর থানায় অনিচ্ছাকৃত খুনের ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। সেই তদন্তভার নিজেদের হাতে নিয়েছে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ।

"যাঁরা উদ্বাস্তু কলোনি গড়েছেন তাঁরা ধীরে ধীরে পাট্টা পাবেন'

আলিপুরদুয়ার, ৭ জুন (হি. স.) : 'যে সব মানুষ দীর্ঘদিন ছিল পাট্টা পায়নি তারাও এবার পাট্টা পাবেন। যাঁরা উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে তুলেছেন তাঁরা ধীরে ধীরে পাট্টা পেয়ে যাবেন।'মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারের কর্মিসভা থেকে এই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পাশাপাশি এই সভা থেকেও বিজেপিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তিনি। বলেন, 'আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে বিজেপি জিতেছে। জেতার পর থেকেই উচ্ছেদ করতে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপি এখন সব জায়গায় উচ্ছেদ করছে। যেখানে দেখবেন উচ্ছেদ করছে সেখানেই প্রতিবাদ করবেন। কারণ উচ্ছেদ করার ক্ষমতা ওদের নেই।' প্রসঙ্গত, এর আগে গত ১০ ফেব্রুয়ারি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ইতিমধ্যেই বাংলায় ২৬১ টি উদ্বাস্তু কলোনীকে আইনত স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

আমরা পড়ব কোন ইতিহাস

মুহাম্মদ শাহাবুদ্দিন

চলেছে ইতিহাসের সিলেবাস পাল্টানোর পালা। শুধু ইতিহাস নয়, বিজ্ঞান সাহিত্যের পাঠ্যসূচিতে বিষয় পাল্টাবার একটা সুপরিকল্পিত উদ্যোগ গত দু'দশক ধরে দেখা যাচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রকের তৎপরতায় শিক্ষার এই বিষয় পরিবর্তনের কাজ ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয়ে চলেছে। এই প্রয়াস আমাদের মতো গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ দেশের সামনে শিক্ষা সংস্কৃতির মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে এক সামাজিক সংকট তৈরি করেছে। একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষ তার অধিকার নিয়ে বাঁচতে চায়। তার জীবনজীবিকা, শিক্ষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, তার মৌলিক অধিকারের সঙ্গে জড়িত। আজকের বিশ্বে সমাজ অর্থনীতির সংকট মানুষের জীবনকে তার অধিকারকে বার বার পদদলিত করছে। তাই প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরও সোচ্চার হচ্ছে। ক্ষমতায় থাকা শাসক মানুষের অধিকার সচেতনতা, তার প্রতিবাদকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। এখন এই নিয়ন্ত্রণ দমনপীড়নের পুরনো কায়দায় হয় না। ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য আনতে এই প্রজন্মের মননকেই কিনে নেওয়া হয়। মননহীন আনুগত্যের প্রভাবে, ধর্মান্ধতায়, বিভেদকামতীয় একটা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা চলেছে। যে উদ্যোগে দুই বিশ্বযুদ্ধে মধ্যবর্তীকালীন সময়ে ইতালি জার্মানির মধ্যে প্যাসিবাদের উত্থানের সময় আমরা দেখেছি। এই লক্ষ্যে ইতিহাসের গায়ে প্রথম বিকৃতির আঁচড় টানা হয়। আমাদের দেশের স্কুল পাঠ্যবিষয়ে সংস্কারের নামে সংস্কৃতির ওপর এই বিকৃতির চেষ্টা বার বার প্রকট হয়ে উঠেছে। যে ইতিহাস মানবজীবন প্রবাহের সঙ্গে আমাদের সম্মিলিত করে সেখানে আনা হচ্ছে বিভেদ। ধর্মীয় মেরুকরণের লক্ষ্যে ইতিহাসের অতীত, তার নানান কালপর্ব ভৌগোলিক অবস্থানকে শুধু মিথ্যার ধারণার ভিত্তিতে হয় বিকৃত করা হচ্ছে না হয় চেষ্টা করা হচ্ছে মুছে ফেলার।

প্রাচীন সভ্যতায় যেমন শাকরা নিজেদের স্বার্থে বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল, আজকের ধর্মান্ধতাও সেই বিজ্ঞানসম্মত চিন্তনের বিরুদ্ধে এক অন্ধকার অধ্যায় সৃষ্টি করতে তৎপর। তৈরি করা হচ্ছে মিথ্যা ধারণার বলয়। প্রাচীন গ্রিসের সমাজে এক সময় দেখা গিয়েছিল 'বেনিফেসিয়াল ফলসহুড' ধারণার চর্চা, তার মানে সুচিন্তিত মিথ্যা কথার চর্চা নিয়মিত চলচে তা একদিন মঙ্গলময় রূপ নেবে। প্লেরে কথাতেই এই তথ্যের প্রমাণ মেলে। যে মানবতাবাদী সাহিত্যকার দার্শনিকরা ভারতীয় নবজাগরণের উন্মেষ গটিয়েছিলেন, তাঁদের জীবনী সাহিত্য স্কুলের পঠনপাঠন থেকে ক্রমশ সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আমাদের উপরমহাদেশের তবি সাহিত্যিকদের জীবনবোধ। তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টিকে গৌণ করে দেখা হচ্ছে। আলোকিত সাহিত্যের আলো নেভাতে একে একে বন্ধ করা হচ্ছে প্রগতি সাহিত্যের দরজা। জাতীয় চরিত্রে সেক্যুলার মনোভঙ্গিকে পরিবর্তিত করার জন্য বিশেষজ্ঞদের হয়েতো মনে হয়েছে সুকৌশলে ইতিহাসের যুক্তিবাদী ধারণাকে পাল্টে দিতে পারলে ধর্মনিরপেক্ষতার সম্প্রীতি চেতনা মোড় ঘোরানো যাবে। প্রাচীন ঐতিহ্যের হাতছানিতে আসতে পারে ধর্মীয় জাতীয়বাদের সাফল্য। ইতিহাসকে পিছিয়ে দেওয়ার ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক রয়েছে। উনিশ শতকের প্রথম অস্ট্রিয়ার শাক প্রিন্স মেটারিনক হাবসবার্গ রাজবংশের সিংহাসনে বসে দেশের আর্থ সামাজিক ভাবনাকে ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন পুরনো রাজতন্ত্রের দিকে। ইতিহাসের পুরনো সমাজ বৈশিষ্ট্যকে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন নিজের রাষ্ট্রে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় মেটারনিক ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সাধারণ মানুষের ওপর। আধিপত্য কায়েম করতে না পারার আক্রোশের ফল দাঁড়িয়েছিল অকথ্য দমন পীড়ন। আমাদের দেশে ধর্মীয় চেতনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই গণতান্ত্রিক চেতনার ওপর নেমে আসছে আঘাত। মহামানবের সাগরতীরকে তারা বাঁধতে চাইছেন প্রাচীন সংস্কারের বাঁধ দিয়ে। ইতিহাসের উত্থাপনতনের অতীতকে ম্লান করে পরিবর্তে আনা হচ্ছে। সোনায় মোড়া সাম্রাজ্যের এক কাল্পনিক অতীত। চেষ্টা করা হচ্ছে ধর্মের আবেগে দীপ্ত এক ইতিহাস রচনা করার। মধ্যযুগের উদারচেতা শাসকদের চরিত্রকে যেমন কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা হচ্ছে, মুছে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে মুঘল সাম্রজ্যের ইতিহাস। প্রাচীন হিন্দুধর্মের উদার দিককে আড়াল করে চেষ্টা চলছে ধর্মান্ধ অসহিষ্ণু মানসিকতা প্রতিষ্ঠার। ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে নানান বিদ্রোহ ও গণবিক্ষোভের। এই লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে সেক্যুলার ভাবনাযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত জাতীয় ইতিহাস রচনার কমিটি। চেষ্টা চলেছে বৈদিক যুগ ও ধর্মের বিকাশকে ভারতীয় সভ্যতার একেবারে উন্মেষপর্বে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার। ইতিহাসে লেখা হচ্ছে জনজাতির মনগড়া বিন্যাস। পাল্টে ফেলা হচ্ছে অতীতের ভৌগোলিক অবস্থানকে। সরস্বতী নদীর মতো সুপ্রাচীন নদীর গতিপথ নিয়ে চলেছে নানা কাল্পনিক কাহিনি।

আসলে তাঁরা চাইছেন আর্য জাতির অবস্থানকে সিন্ধু সভ্যতার পুর্ববর্তীকালে নিয়ে যেতে। তাহলে ভারতের ইতিহাসের একেবারে প্রাচীনতম পর্বে স্থাপন কার যেতে পারবে বৈদিক কালকে। আর আর্যরা মধ্য এশিয়া হয়ে ভারতে আসেনি, তারই আদি ভারতীয়, মেনভাবে হোক এই তথ্যকে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারবে। ম্যাক্সমুলার, ব্রান্ডেনস্টাইন, রামশরণ শর্মা, ইরপান হাবির, পণ্ডিত নেহরুর মতো ঐতিহাসিকদের মতকে খণ্ডন করতে তাঁরা নিজেরে ঐতিহাসিকদের দিয়ে তথ্যের নানা জালও বুনে চলেছেন। শুধু ইতিহাসের উন্মেষ পর্ব নয়, ভারতীয় পুরাণে যে সব মিথ তৈরি হয়ে আচে, মহাকাব্যে যে ঘটনা, চত্রি লিপিবদ্ধ রয়েছে তার ওপরেও চলছে অতিলৌকিক অবৈজ্ঞানিক ধারণা আরোপ করার চেষ্টা।

ইতিহাস যেমন সমাজের ইতিহাস, তেমনি মানুষের ইতিহাস। তাই ইতিহাস শিক্ষার্থীরা কোন ইতিহাস পড়বে, কী শিক্ষা নেবে , কোন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জাতি সমাজকে চিনবে, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ইতিহাসের বাল দিক, ভাল ফলাফল, এটাই শিক্ষার্থীর মনের কাছে বড় বিষয়। অতীতের মানুষ কীভাবে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এইবৃত্তান্ত তাদের দেশ সম্পর্কে একটা গৌরবের এবং আশাব্যঞ্জক দিক তৈরি করে। পিছিয়ে পড়ার কারণও যদি সে ইতিহাসে খুঁজে নেয়, তা হলে সেই ঘটনা তার যুগের ক্ষতিকারক দিকগুলিকে বুঝতে সাহায্য করবে। ইতিহাসে মানুষের কথা বলতে গিয়ে যেটা তার ভাল দিক সেটা মানবতার দিক, যাকে আমরা মনুষ্যত্ব বলে জেনেছি। আবার মানুষের যে দিকটা তার সময় তার সভ্যতাকে পতনের দিকে ঠেলে দিয়েছে, সে দিকটাও ইতিহাসে ফুটে ওঠে। সভ্যতার এই দ্বন্দ্ব সহজভাবে ইতিহাসে আসা দরকার, যা শিক্ষার্থীকে ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারবে এবং বর্তমানের ভালমন্দকে বুঝে নিতে শেখাবে। মানুষের লিখিত ইতিহাস মানুষই পড়ে। এই পড়ার শুরু হয় শৈশব থেকে। শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই ইতিহাসের ধারণা তৈরি করা হয়। এতে ধীরে ধীরে সে অতীত যুগ থেকে মানুষের অগ্রগতিকে অনুদাবন করতে শেখে। ইতিহাস শিক্ষার্থীকে এই ধারণা দেয় যে, সে বিশ্ব সংসারেরই একজন। পৃথিবীতে আছে অনেক জাতি, অনেক মানুষ। সারা বিশ্বজুড়ে রয়েছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ধারা। এই শিক্ষাকে এবং ইতিহাসের ধারণাকে যদি মানবতার আলোকে তার মধ্যে সঞ্চারিত করা যায় সে তখন নিজেকে আর একা ভাববে না। ইতিহাসের ধারণা পথে মনকে বিস্তারিত না করে দিতে পারলে তাকে প্রাচীনতার সঙ্গে যেমন যুক্ত করা যায় না, তেমন তাকে দাঁড় করানো যায় না বর্তমানের ভিত্তিতে। একজন স্কুল শিক্ষার্থী ইতিহাস গ্রন্থে সাম্রাজ্যের লড়াই, ধর্মেণ দ্বন্দ্ব, অতীতের উত্থাপ পতন, এই ইতিহাস ডেনে সে ইতিহাসের ঘটনাকে জানবে, কিন্তু অতীতের ধারা যে আমাদের আত্মমর্যাদা দিয়েছে তার গভীরে সে কখনও পৌঁছতে পারবে না জাতীয় সমন্বয়ের প্রভাব তার হৃদয়ে বাসা বাঁধবে না। ইতিহাসের পাঠ্য বিষয়ে স্পষ্ট ধর্মীয় মেরুকরণ তৈরি করলে এই সমন্বয়ের ধারণায় বার বার চিড় ধরবে। শৈশবেই বিভেদের বীজ বোনা হবে তার মানবিক চেতনায়। ইতিহাসের পাঠ্যসূচি পাল্টাবার নামে বিকৃতি আর বিভেদের অধ্যায় যুক্ত করা হচ্ছে পরিচ্ছেদগুলিতে। তাই সাহিত্য, বিজ্ঞানের সঙ্গে ইতিহাসের সিলেবাস আজ প্রবলভাবে আক্রান্ত।

ইতিহাস থেমে থাকে না। তার অতীতের ধারাবাহিকতা নিয়ে পৃথিবীকে বেঁধে রেখেছে একসূত্রে। রেনেশাঁর ধারায় মানবতাবোধ এক বিশেষ ধারণা হিসেবে জন্ম নিলেও তা বহু দেশে বহু মতবাদের আলোকে বহুত্বের মধ্যে দিয়ে চিহ্নিত হয়ে আছে। সমাজ সভ্যতায় সংকট আসে বিভিন্ন কারণে। তার সমাধান মানুষই খোঁজে। ব্যর্থও হয়। মানুষ বিভিন্ন স্তরে কীভাবে সমস্যার সমাধান করল আবার এই সমাধানে বাধাও পেল, সেই কারণগুলি ইতিহাসের সূত্রেই জানা যায়। ইতিহাসের পাতা তার সাক্ষী থাকে। তাই ইতিহাসের যথার্থ পরিচয়কে আড়াল করেল, তাকে বিকৃত করলে অতীতের সত্যকেই আমরা হারিয়ে ফেলব। মানুষের প্রয়াসকে খুঁজে পাব না। এ যুগের শিক্ষার্থীকে তার সঠিক পরিচয়ও দিতে পারব না।

রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে বলতে চেয়েছেন, প্রত্যেক দেশে এবং প্রত্যেক কালে প্রতি জাতিই হয় সচেতনভাবে নয়তো নিজের অজ্ঞাতে এক কেন্দ্রীয় সত্য, একটি মূলগত ভাবাদর্শ গড়ে তোলে। একে বিশেষ কোনো সংজ্ঞায় বিধিবদ্ধ করা হয়ত কঠিন, কিন্তু একটু গভীরভাবে কান পাতলে জাতির হৃদয়ে তার স্পন্দন শোনা যায় রবীন্দ্রনাথ জাতির হৃদয়ে তার স্পন্দন শো নায়। রবীন্দ্রনাথ জাতির হৃদয়ে ইতিহাসের এই মূলগত ভাবাদর্শের স্পন্দনকে অনুঙহ করেছিলেন। আমাদের ইতিহাসবোধে এই ভাবনারই প্রসারণ ঘটাতে হবে। যে প্রয়াস বিদ্যালয় স্তর থেকে শুরু করা যায় ইইতহাসের সহজবোধ্য ছোট ছোট অধ্যায় সাজিয়ে।

ইতিহাস হল অতীতকে ভিত্তি করে জীবন নির্মাণ। সেই নির্মাণ বহুমাত্রিক কোনো সমাজ, কোনো মানুষ কোনো ঘটনা নিয়ে নির্মিত হয় না। ইতিহাস সমাজকে খোঁজে, ব্যক্তিকে নয়। ইতিহাস ধারণ করে রাখে সভ্যতা ও সমাজের সমষ্টির বয়ানকে। তার ঘটনার তথ্য বৃত্তান্ত মূল্যায়ন ইতিহাস কক্ষে সময়ের স্তরে স্তরে সন্নিবেশিত থাকে। পরবর্তী সময়ে এদের খুঁজে বার করেন গবেষক ইতিহাসবিদরা। এই সবেষকদের চিন্তন এবং মনন যদি কোনো বিশেষ নির্দেশে পরিচালিত হয় তখনই ঘটে ইতিহাসের বিকৃতি। যখন কোনো জীবাশ্ম পর্বতের গায়ে খুঁজে পাওয়া যায় তখন জলতল থেকে উঠে আসা পর্বতের ইতিহাস, ভূগোল, পুরাতত্তব নিয়ে গবেষণা হয়। এই ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান কোনো জাতি ধর্মের বিভাজন দিয়ে হয় না। তেমনি কোথায় মন্দির, কোথায় মূর্তি, কোথায় ভাস্কর্য, কোথায় স্থাপত্য---কী তার গঠনশৈলী এই নিয়ে বিতর্ক হোক, শুষ্ক প্রাচীন নদীর জলরেখা নিয়ে আলোচনা হোক, কিন্তু স্বচ্ছ যুক্তিপূর্ণ ভাবনাই হোক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু, তবেই প্রকৃত ইতিহাস মানুষের সামনে ধরা দেবে। ছাত্রদের চোখের সামনে ফুটে উঠবে অস্তিত্বের শিকড়। তার শাখা প্রশাখা। মনুষ্যত্বের দৃপ্ত আহ্বান নিয়ে যে শিক্ষার আদর্শ গড়ে ওঠে, শিক্ষার প্রতিটি শাখায় তারই আভাস জাগুক। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ওষুধ কোম্পানির ইচ্ছেমতো দাম বাড়ানো নিয়ে কতিপয় চিকিৎসকও উদ্বিগ্ন

বরুণ দাস

যেন একটু বেখাপ্পা লাগছে শুনতে। তাই না? ওষুধ কোম্পানিগুলির খামখেয়ালিপনা নিয়ে কতিপয় চিকিৎসকও উদ্বিগ্ন। এমনটা তো হওয়ার কথা নয়। তাহলে? আসলে চারদিকে মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার চূড়ান্ত অবনমন দেখে মানুষ এখন আর কারও ওপরই ভরসা রাখতে পারছেন না। আগে পুলিশের কাছে যেতে মানুষ ভয় পেতেন, এখন চিকিৎসকের কাছ যেতে ভয় পান। এর কারণ আজ আর ব্যাখ্যার দাবি রাখে না। কারণ সমাজের সিংহভাগ মানুষই ভীষণভাবে ভুক্তভোগী।

তাই ভয় পেলেও সমাজের এই দুই শ্রেণির পেশাজীবীর কাছে মানুষ যেতে বাধ্য। তবে ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, সংবাদমাধ্যমে সৌজন্যে যাঁদের ব্যতিক্রমী চরত্রি বা মানবিক কর্মকাণ্ডের কথা আমাদের সামনে আসে। কিন্তু অ-ব্যতিক্রমীদের ভিড়ে তা হারিয়ে যায়। ফলে, তাঁরা প্রাপ্য স্বীকৃতি, সম্মান বা মান্যতা হয়তো পান না। উপকৃত মানুষ অবশ্য তাঁদেরকে ভগবানের আসনে বসাতে পিছপা হন না। কিন্তু সর্বজনীন স্বীকৃতি থেকে তাঁরা অনেক সময়েই দূরে থাকেন।

আসলে যাঁরা কাজের কাজ করেন, তাঁরা অনেক সময়েই প্রচারবিমুখ হন। যাঁরা প্রচারের পিছনে ছোটেন, তাঁরা প্রকৃত কাজের মানুষ নন। নিজদেরকে গ্লোরিফাই করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। 'গ্লোরিফাই' করার পিছনে সময় দিলে নিজেদের কাজটা করবেন কখন? ইদানিং সামাজিক মাধ্যমের সৌজন্যে এমন কিছু কিছু খবর আমাদের সামনে আসে। যা দেখে ভাবি, এমন মানুষও আজও আছেন? অর্থাৎ পরিবর্তিত সময়ে স্বাভাবিক কর্তব্য বা ঘটনাই যেন অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে।

এই প্রসঙ্গে চিত্র পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের 'দহন' চলচ্চিত্রের কথা মনে আসে। তাঁর 'দুঃসাহসিক কাজ' -এর জন্য 'দহন'-এর নায়িকাকে নিয়ে সবাই যখন চারদিকে বেশ হৈ চৈকছেন, তখন তাঁর পরিবারের বয়স্কা সদস্য চুপ। রোমাঞ্চিত নায়িকা যখন তাঁর এই নীরবতা নিয়ে কৌতূহলী প্রশ্ন করে, উত্তরে সেই বয়স্কা সদস্য বলেন, তুমি যা করেছ, তা কোনো অস্বাভাবিক কাজ নয়। মানুষের কাজ। সুতরাং তা নিয়ে অয়তা হৈ চৈ কেন? যদি তেমন কাজ করতে তো অবশ্যই হৈ চৈ করতেন।

আসলে আমরা অনেকেই নিজেদের পালনীয় স্বাভাবিক কাজ বা দায়িত্ব কর্তব্যটাই বুলে গেছি। কিম্বা ব্যক্তিস্বার্থে সচেতনভাবে বুলে থাকার চেষ্টা করি বা এড়িয়ে চলি। পলে কেউ যখন ওই স্বাভাবিক কাজ বা দায়িত্ব-কর্তব্যটুকু পালনে আগ্রহ দেখান কিম্বা এগিয়ে আসেন, তখন তাকে 'অস্বাভাবিক কাজ' বলে মনে হয় এবং তা নিয়ে মিডিয়া থেকে সাধারণ মানুষ হৈ চৈ করেন। আমরা এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সঙ্গেই মানিয়ে নিয়েছি। এবং তার 'স্বাভাবিক' বলে ছাপও মেরে দিয়েছি। উদাহরণ অনেক আছে। সচেতন পাঠকও নিশ্চয়ই তা কমবেশি জানেন। তাই উদাহরণেণ তালিকা বাড়িয়ে নিবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি ঠিক নয়। আসলে ধান ভানতে শিবের গাজনের প্রয়োজন আছে বলেই ওপরের কথাগুলোর অবতারণা করতে হল। আশা করি, তন্নি,ঠ পাঠক বুঝতে পারবেন কেন ভূমিকাটুকুর প্রয়োজন ছিল। তা না হলে সরাসরি মূল প্রসঙ্গে এলে নিবন্ধের বক্তব্যের ব্যাপারে কিছুটা অস্পষ্টতা থাকার সম্ভাবনা ছিল। কোনো বিষয়ে আবছা ছবি প্রদর্শন করা কাঙ্ক্ষিত নয়।

কিছুদিন আগে এই কাগজেই উত্তর সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে ওষুধের দাম বৃদ্ধি আকর্ষণ করে। এবার বিষয় কিছুটা এক হলেও আলোচনার প্রেক্ষিত একেবারেই আলাদা। উল্লেখ্য, গত ১৯ এপ্রিল কলকাতার একটি 'বহুল প্রচারিত' বাংলা দৈনিকের ভিতরের পৃষ্ঠার নীচের দিকে 'দাম বাড়ায় ওষুধ-প্রতিনিধি বয়কট' শিরোনামে একটি খবর বেরোয়। জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ খবর কিন্তু গুরুত্ব পায় না ওই 'বহুল প্রচারিত' বাংলা দৈনিক।

কেন গুরুত্ব পায় না সে প্রসঙ্গ অবশ্য স্বতন্ত্র। এখানে তা নিয়ে আলোচনা থেকের বিরত থাকছি। পরে কখনও সুযোগ পেলেও নিয়ে বিশদে আলোচনা করা যাবে। অনেকে হয়ত প্রশ্ন করবেন, ওষুধের দাম বাড়ায় ওষুধ প্রতিনিধি বয়কট কেন মাননীয় চিকিৎসকদের? ওষুধের দামের সঙ্গে তো তাঁদের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। রোগীদের সঙ্গে ওষুধের সম্পর্ক। অতিরিক্ত দাম বাড়লে তাদেরে পকেট থেকেই অতিরিক্ত অর্থ যাবে। যা অনেকের পক্ষেই চট করে ব্যয় করা সম্ভব হয় না।

চিকিৎসকদের অধিকাংশই তো অসাধু ওষুধ কোম্পানির হাতের পুতুল। এটা ওপেন সিক্রেট। কিন্তু নিবন্ধের শুরুতে কিছু ব্যতিক্রমী মানুষের কথাও বলা হয়েছে যাঁরা এখনও মনুষ্যত্ব ও মানবিকতাকে বিসর্জন দিতে পারেননি। ওষুধের দাম বাড়ায় যাঁরা ওষুধ প্রতিনধিদের বয়কট করেছেন, তাঁর।আসলে ওই গোত্রের চিকিৎসক। সব পেশার মধ্যেই এমন কিছু ব্যতিক্রমী মানুষ আজও টিকে আছেন। যাঁদের জন্যই এই পৃথিবীটা এখনও মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

চিকিৎসকেরাই জানাচ্ছেন, ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি অকারণ ওষুধের 'কম্বিনেশ' পাল্টে সস্তার ওষুধকেও মহার্ঘ করে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ (এমআর)-দের বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিছু সাহসী চিকিৎসক। এঁদের মধ্যে আছেন সংক্রাণক রোগের বিশিষ্ট চিকিৎসক যোগীরাজ রায় ও সম-মনোভাবাপন্ন আরও কিছু চিকিৎসক। যাঁরা এখনও অন্যান্য নামিদামি চিকিৎসকদের মতো মনুষ্যত্ব ও মানবিকতাকে গঙ্গার জলে বিসর্জন দিতে পারেননি।

বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায়ও পোস্ট করেছেন বিশিষ্ট চিকিৎসক। সাধাণর রোগীদের স্বার্থে ডা. যোগীরাজা রায় সহ ওই কতিপয় চিকিৎসকদের এমন মহতী উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। যদিও জানি, কতিপয় চিকিৎসকের ওই মহতী উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত ফল দেবে না। কারণ রাজ্যের সিংহভাগ চিকিৎসকই তো চুপ করে আছেন এবং থাকবেনও। কেন চুপ করে আছেন এবং থাকবেন, তারও হয়ত আমাদের কারও অজানা নয়।

শুধু 'ক্যাশ অ্যান্ড কাইন্ডস-এ নয়, ঘুরপথেও চিকিৎসকেরা ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলির কাছ থেকে নানাবিধ সুযোগসুবিধে পেয়ে থাকেন। এমনকী, নামিদামি চিকিৎসকদের বিদেশ যাবার ব্যয় বহুল খরচও বহন করে থাকে ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি এমন অভিযোগও নতুন নয়। কত তাড়াতাড়ি বিলাসবহুল গাড়ি বাড়ির মালিক হওয়া যায়, সেদিকেই এই পেশায় আসা নতুনদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে। ফলে সহজেই তাঁরা ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলির কাছে মাথা বিকিয়ে দেন।

বলা বাহুল্য অত্যাবশ্যক বা জরুরি ওষুধের দাম বাড়ানোর জন্য আছে কেন্দ্রে মূল্য নির্ধারণ কমিটি। বিভিন্ন সময়ে তাঁরাই ওষুধের দাম বাড়ানোর নির্দেশিকা দিয়ে থাকেন। দেখা গেছে ওষুধের মূল্য নির্ধারণ কমিটি আগে মেরে কেটে বড়জোর ১-২ শতাংশ দাম বাড়ানোর নির্দেশ দিতেনন। তাতে সাধারণ অভাবী পরিস্থিতি আমূল বদলে গেছে। ১-২ শতাংশ নয়, লাক্ষে ১১ শতাংশ দাম বাড়ানোর নির্দেশ দিচ্ছে কেন্দ্রে ওই মূল্য নির্ধারণ কমিটি। আর তাতেই চরম অসুবিধের মধ্যে পড়তে হচ্ছে অভাবী নির্ধারণ কমিটির তো নির্দেশ জারি করেই দায়িত্ব শেষ। ঠাণ্ডা ঘরে বসে জারি করা ওই নির্দেশের পরিণাম কী ভয়াবহ হতে পারে তা আসলে যারা ওই গুরুত্বপূর্ণ পদে বসে আছন, তাঁদের তো আর পকেটের পরিস্থিতি সঙ্গীন নয়। তাঁরা বুঝবেন কীভাবে দেশের অভাবী আমনজতার পকেটের পরিস্থিতির কথা। সমস্যা আরও আছে। কেন্দ্রে নির্দেশিকার ফাঁকে অনেক লোভী ও অসাধু ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা সস্তার ওষুধকেও দামি করে ফেলছে। কীভাবে? ওই যে শুরুতেই বলা হয়েছিল কম্বিনেশন পাল্টে। ঘুরপথে ক্রেতাদরে ঠকানোর এই সহজ পথ বেছে নিয়েছে তারা। ফলে সস্তার ওষুধও রাতারাতি দামি হয়ে উঠছে। ক্রেতাদের পকেট কেটে নিজেদের পকেট ভরছে ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি। ২০০৭-এ যে ওষুধের প্রতি পাতার দাম ছিল ১৫ টাকা, এখন তার দাম ১৫০ টাকা।

তবে ওষুধের দাম বৃদ্ধিতে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের ভূমিকা কোথাও? কেতন তাঁদরে বয়কট করা? প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। ওদের টার্গেট করে এমনটা করেছি তা কিন্তু নয়। ওঁদের মাধ্যমে ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলিকে একটা বার্তা দিতে চেয়েছি জানিয়েছেন চিকিৎসক যোগীরাজ রায়। ওষুধের দাম বৃদ্ধিতে তাদের কোনো ভূমিকা নেই বলে জানিয়েছেন ন্যাশনাল ফেডাপেশন অফ সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়ন্স এর সর্বভারতীয় সম্পাদক আশিসকুসুম ঘোষ। নতুন ওষুধের বিষয়ে চিকিৎসকদের বিশদভাবে জানানোই মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের কাজ। চিকিৎসক যোগীরাজ রায়ের উদ্বেগের প্রসঙ্গে কী বলেছেন প্রায় তিন দশকের এমআর হিসেবে কাজ করা উত্তর কলকাতার শ্যামল ঘোষ? তাঁর কথায়, ওষুধের দাম বাড়া নিয়ে সাধারণত চিকিৎসকদের তেমন হেলদোল থাকে না। অতিমারির পরিণামে কর্মহীনতা ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময় একজন চিকিৎসকের ওষুধের দাম বাড়া প্রসঙ্গে এমন উদ্বেগের সংবাদ অবশ্যই আনন্দের। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

কেন্দ্রের মোদি সরকারের আট বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে যুব মোর্চার বাইক র‍্যালি আগরতলায়। ছবি ঃ নিজস্ব।

গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত আরও ৩ লাখ, মৃত্যু হয়েছে ৬৯১ জনের

ওয়াশিংটন, ৭ জুন (হি. স.) : গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে করোনায় আক্রন্ত হয়েছে ৩ লাখ ১১ হাজার ৬৭৬ জন। এতে মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত ভাইরাসে আক্রান্ত মোট রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩ কোটি ৫৭ লাখ ৬০ হাজার ১৪১ জনে। ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৬৯১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে বিশ্বজুড়ে মোট মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে ৬৩ লাখ ২১ হাজার ২৫০ জনে।মঙ্গলবার সকালে ওয়ার্ল্ডোমিটারসের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে করোনায় সবচেয়ে বেশি সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে উত্তর কোরিয়ায়। অন্যদিকে দৈনিক প্রাণহানির তালিকায় শীর্ষে রয়েছে তাইওয়ান। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ১৫১ জন এবং নতুন করে ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৫৩ হাজার ২৩ জন। যুক্তরাষ্ট্রে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫১ হাজার ৪৯৭ জন এবং মারা গেছেন ১০৮ জন। জার্মানিতে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২ হাজার ৪০৮ জন। একই সময়ে ইতালিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮ হাজার ৫১২ জন এবং মারা গেছেন ৭০ জন।

এদিকে করোনায় আক্রান্তের তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ভারত। তবে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যার তালিকায় ভারতের অবস্থান তৃতীয়। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৩ হাজার ৬৬২ জন।এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় অস্ট্রেলিয়ায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৭ হাজার ৭৬৩ জন এবং মারা গেছেন ১৯ জন। লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৫০ জন এবং নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৪১ হাজার ৩৫৩ জন। একই সময়ে চিলিতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭ হাজার ৬০১ জন এবং মারা গেছেন ১৮ জন। গ্রিসে নতুন করে ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হয়েছেন ২ হাজার ৫০১ জন এবং মারা গেছেন ১৪ জন।

জাতীয় ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.): দিল্লিতে নবনির্মিত জাতীয় ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার জাতীয় ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন করার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। তাঁর কথায়, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের জাতীয় উপজাতি গবেষণা ইনস্টিটিউট অবশেষে অস্তিত্বে আসছে। আমরা অন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটিকে ভাবতে পারি, কিন্তু এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের দেশ গঠনে অনেক ভূমিকা আছে।'এদিন জাতীয় ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী সবসময় বলেন আদিবাসীদের উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। ভারতের আদিবাসীদের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও বিকাশকে বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে আমাদের।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কের মুখে তথাগত রায়

কলকাতা, ৭ জুন (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কের মুখে পড়লেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। মঙ্গলবার তিনি সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি ছবি সামাজিক মাধ্যমে পেশ করেছেন। তাতে শিল্পপতি গৌতম আদানি মাথা নত করে নমস্কার করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

তথাগতবাবু সঙ্গে লিখেছেন, "শুধু এই ছবি দেখে উচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়া ঠিক হবে না। যদি আদানিকে পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করাতে হয় (চপ-তেলেভাজা স্কেলের উপরে) তাহলে ক্রমাগত 'আদানি-আম্বানি' কটুবাক্য ও সিন্ডিকেট-রাজ বন্ধ করতে হবে, শিল্পপতিকে কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে পুরো স্বাধীনতা দিতে হবে। পারবেন মমতা?"পোস্ট করার পর দু ঘন্টায়, মঙ্গলবার পৌনে ১২টায় লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ২৫৫, ৬২ ও ১৪। রঘুনাথ দাস লিখেছেন, "এর ও অবস্থা টাটার মতো হবে সিন্ডিকেট তুলতে গেলে দলটাই থাকবে না।" প্রতিশ্রুতি দেবনাথ লিখেছেন, "আদানী গ্রূপ ৭০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে ইউ পি তে যা ৩০ হাজার কর্ম সংস্থান সুনিশ্চিত করবে। বিজনেজ সামিটে এলেই যে বিনিয়োগ হয়ে যায় না - এটা মাননীয়ার এবার মাথায় ঢুকলে হয়।"

দেবদূত পানিগ্রাহী লিখেছেন, "আদানি তো বাহিরাগত। তারপর উনার পোষ্য গর্গ তো খেপে যাবে। বাহিরাগত গুজরাটি বলে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। তাহলে শিল্প হবে কি করে?" কাঞ্চন কান্তি সেন লিখেছেন, "তথাগতদা, ছবি কথা বলে। এখানে এই ছবিতে আদানি হাত জোড় করে মাথা নিচু করে বলছে :- ক্ষমা করবেন দিদি, আমার দ্বারা সম্ভব নয়।"অন্যদিকে, কেশব চ্যাটার্জী লিখেছেন, "দাদু হিন্দমোটরের খবরটা জানেন নিশ্চয়ই।" রাজা ভট্টাচার্য লিখেছেন, "মোদীর পকোড়া শিল্পের বিষয়ে কিছু বলুন একটু।"

৪-হাজারের নীচে নামল দৈনিক সংক্রমণ ভারতে একদিনে কোভিডে মৃত্যু ৭ জনের

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.): আগের দিনের তুলনায় ভারতে অনেকটাই কমেছে দৈনিক করোনা- আক্রান্তের সংখ্যা, নেমে এসেছে ৪-হাজারের নীচে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩ হাজার ৭১৪ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে মাত্র ৭ জনের। দেশে দৈনিক সংক্রমণের হার এই মুহূর্তে ১.২১ শতাংশ।বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২৬,৯৭৬-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১,১৯৪ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৬ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ১৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ১৬৯ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯৪,২৭,১৬,৫৪৩ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৭ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,২৪,৭০৮ জন (১.২২ শতাংশ)। সোমবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ২,৫১৩ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,২৬,৩৩,৩৬৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭২ শতাংশ।

ভবানীপুরের স্বামী-স্ত্রীকে "খুনের" তদন্তে পুলিশ, খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ

কলকাতা, ৭ জুন (হি.স.): গুলি করে, ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়ে থাকতে পারে ভবানীপুরের গুজরাটি দম্পতিকে। প্রাথমিক তদন্তের পর এমনটাই মনে করছেন তদন্তকারীরা। সোমবার সন্ধ্যায় ভবানীপুরের হরিশ মুখার্জি রোডের একটি ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয় দম্পতির রক্তাক্ত দেহ। পুলিশ জানিয়েছে, দেহ দু"টি যেখানে মিলেছে তার থেকে ৪০০ মিটার পর্যন্ত পুলিশ কুকুর গন্ধ শুঁকে পৌঁছে গিয়েছে।প্রাথমিক তদন্তে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়েছে। ইতিমধ্যে দু"জন সন্দেহভাজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারা কারা সে বিষয়ে খোঁজ-খবর করছে গোয়েন্দারা। সিসিটিভি ফুটেজ এবং আনুষঙ্গিক অন্য বিষয় গুলি খতিয়ে দেখে যত দ্রুত সম্ভব দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, অশোক শাহ এবং তাঁর স্ত্রী রেশমির দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাঁদের খুন করা হয়েছে।

প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, গুজরাটি দম্পতি শেয়ার বাজারের ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন। তাঁদের তিন মেয়ে। এক মেয়ে ওই ফ্ল্যাটেই থাকেন। সেই মেয়ে সোমবার সন্ধ্যা সওয়া ৬টা নাগাদ বাড়ি ফিরে দেখেন দরজা খোলা। এরপর ফ্ল্যাটে ঢুকে বাবা ও মায়ের রক্তাক্ত দেহ দেখতে পেয়ে তিনি প্রতিবেশীদের খবর দেন। ঘরে ঢুকে তিনি আরও দেখেন আলমারি খোলা এবং টিভি চলছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচিতে ডাক পেলেন না পরেশ

আলিপুরদুয়ার, ৭ জুন (হি. স.) : এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির শামলায় মন্ত্রী পরেশ অধিকারীকে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করছে। মেয়ের চাকরি গিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলা সফর আলিপুরদুয়ারে।

মঙ্গলবার সেখানে সভা রয়েছে। কিন্তু পরেশ অধিকারী কোনও কর্মসূচিতেই ডাকা হয়নি। কর্মীসভা থেকে গণবিবাহের অনুষ্ঠানে ডাক পাননি শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী। মেখলিগঞ্জের বিধায়ক বলেন, 'আলিপুরদুয়ারের কর্মসূচিতে কোচবিহারের কাউকেই ডাকা হয়নি।' তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা সভাপতি পার্থপ্রতিম রায়কেও ডাকা হয়নি বলে খবর। এটাই এখন পরেশবাবুর কাছে সান্ত্বনা। যদিও জেলার অনেক নেতাই বলছেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত পরেশবাবু দোষমুক্ত হচ্ছেন ততক্ষণ দূরত্ব বজায় রাখা হবে।

প্রসঙ্গত, পরেশ অধিকারী নিজের মেয়েকে পিছন দরজা দিয়ে চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। তার জেরে চাকরি যায় পরেশ কন্যা অঙ্কিতা অধিকারীর। এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে বিরোধীরা সোচ্চার হয়েছেন। তিন দফায় পরেশকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাই তাঁকে এখন ডাকা হচ্ছে না।

বিশ্ব খাদ্য সুরক্ষা দিবস, "আয়ুর্বেদ আহার"-এর লোগোর সূচনা

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি. স.) : খাদ্য হল জীবনের মূল ভিত্তি। প্রতি বছর ৭ জুন দিনটি সমগ্র বিশ্বে খাদ্য সুরক্ষা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। নিরাপদ খাদ্য সুস্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ২০১৮ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্তৃক এই দিবসটির সূচনা করা হয়। প্রতি বছর, সংস্থাটি একটি থিম নিয়ে আসে যা খাদ্য নিরাপত্তার চারপাশে বর্তমান এবং সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।বিশ্ব খাদ্য সুরক্ষা দিবস ২০২২-এর থিম হল 'নিরাপদ খাদ্য, উন্নত স্বাস্থ্য'। থিমটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা ঘোষণা করা হয়েছে। খাদ্যবাহিত রোগগুলি হালকা থেকে খুব গুরুতর এবং এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনতে পারে। খাদ্য নিরাপদ হলেই আমরা এর যথাযথ পুষ্টিগুণ পেতে সক্ষম হব। মঙ্গলবার বিশ্ব খাদ্য সুরক্ষা দিবসেই "আয়ুর্বেদ আহার"-এর লোগোর সূচনা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া জানিয়েছেন, এই লোগো সহজে শনাক্তকরণের জন্য "আয়ুর্বেদ আহার"-এর একটি অনন্য পরিচয় তৈরি করার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও সুস্থতার উন্নতির জন্য প্রমাণিত সুবিধাগুলি তৈরি করতে সহায়তা করবে।

সুপ্রিম কোর্টে চত্বরে ব্যাঙ্কে আগুন

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি. স.) : সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে আগুন লাগল একটি ব্যাঙ্কের শাখায়। মঙ্গলবার সকালে শীর্ষ আদালত চত্বরে অবস্থিত ইউকো ব্যাঙ্কে আগুন লাগে। অগ্নিকান্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ৬টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের প্রায় এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। তবে, ব্যাঙ্কের কিছু নথি ও আসবাবপত্র পুড়ে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, দিল্লির তিলক মার্গে সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে অবস্থিত ইউকো ব্যাঙ্কে মঙ্গলবার সকালে আগুন লাগে। সেই সময় ব্যাঙ্ক বন্ধ ছিল। খবর পাওয়ার পর আগুন নেভাতে আসে দমকলের মোট ৬টি ইঞ্জিন। এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কীভাবে আগুন লাগল, তা প্রাথমিকভাবে জানা না গেলেও মনে করা হচ্ছে শর্টসার্কিটের কারণেই এই বিপত্তি।

রাতভর অভিযান চালিয়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভের কুয়ো থেকে তোলা হল হস্তিশাবক

আলিপুরদুয়ার, ৭ জুন (হি. স.) : সদ্যজাত একটি হাতির বাচ্চাকে উদ্ধার করতে রাতভর অভিযান চালাল বনদফতর।সূত্রের খবর, সোমবার গভীর রাতে বক্সা টাইগার রিজার্ভে নিমাতি রেঞ্জে একদল বুনো হাতির উপস্থিতি লক্ষ্য করে বনকর্মীরা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চিৎকার করতে থাকে হাতির পালটি। বিপদ বুঝে সঙ্গে সঙ্গে বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে যান।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হাতির পালটি তখন আর্তনাদ করছিল। এমনকী একটি শাবকের কান্নার আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। তাতেই বনকর্মীরা লক্ষ্য করেন যে একটি ক্ষুদে শাবক পরিত্যক্ত কুয়োয় পড়ে রয়েছে। রাতেই দ্রুততার সঙ্গে শুরু হয় উদ্ধার কাজ। আনা হয় আর্থ মুভার। ধীরে ধীরে উদ্ধারকাজ চলতে থাকে। প্রায় চার ঘণ্টার চেষ্টায় মঙ্গলবার ভোরে হাতির ওই শাবকটিকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে দেন বনকর্মীরা।

কর্মিসভার মাঝে অসুস্থ কর্মী

আলিপুরদুয়ার, ৭ জুন (হি. স.) : দলনেত্রীর সভা বলে কথা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছনোর অনেক আগেই প্যারড গ্রাউন্ড মাঠ ভরাতে শুরু করেছিলেন কর্মী-সমর্থকরা। ঘাসফুল শিবিরের সমর্থকদের রাজ্য সরকারের কাজের খতিয়ান রেখে বিরোধীদের যখন একের পর এক আক্রমণ শানাচ্ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো, তখনই ঘটে এক বিপত্তি। মূল মঞ্চের ডান দিকে সংজ্ঞাহীন হওয়ার মতো অবস্থা হয় এক তৃণমূল কর্মী-সমর্থকের। তিনি মাটিতে পড়ে যান।আর ঘটনাটি চোখ এড়ায়নি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি তৎক্ষণাৎ বক্তব্য থামিয়ে ছুটে যান সেদিকে। মঞ্চ থেকে নিজের জলের বোতল নিয়ে ছুড়ে দেন সেদিকে দাঁড়ানো কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে। দ্রুত ওই কর্মীর চোখে-মুখে জল দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে আরও জলের বোতল পাঠাতে বলেন। পাশাপাশি মঞ্চ থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দেন, "এখনই কোনও ডাক্তার দেখিয়ে নাও।" তারপরই 'প্রবল গরম ও রোদে শরীর শুকিয়ে যাওয়ার জন্য এরকমটা হতে পারে" বলে মাইক হাতে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

রাধানগরে পথ অবরোধ করেন সিপিএম নেতা কর্মীরা। ছবি ঃ নিজস্ব।

ভ্যাপসা গরমে কাহিল হচ্ছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ

কলকাতা, ৭ জুন (হি.স.): কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির সেভাবে দেখা নেই। মাঝেমধ্যে হালকা বৃষ্টি হলেও, অস্বস্তি কাটছেই না। রোদের তেজ ও ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল হচ্ছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলাই। দক্ষিণবঙ্গে এমনই আবহাওয়া থাকবে আগামী ২৪ ঘন্টা, পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার আগমণ কবে হবে, সে বিষয়েও সুস্পষ্ট কিছু জানা যায়নি।দিন কয়েক আগেই বর্ষা ঢুকেছে রাজ্যে। বৃষ্টিপাত চলছে উত্তরবঙ্গে, ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে এখনও উত্তরবঙ্গ ছাড়িয়ে দক্ষিণে এসে পৌঁছয়নি বর্ষা। দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হলেও, আর্দ্রতাজনিত প্যাচপেচে গরম কাটবে না। বৃষ্টি থামলেই ফের বাড়বে অস্বস্তি। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু নির্ধারিত সময়ের আগে উত্তরবঙ্গে ঢুকলেও, দক্ষিণবঙ্গে আসার আগে থমকে গিয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির জন্য এই মুহূর্তে কোনও অনুকূল পরিস্থিতি না থাকায় আপাতত অপেক্ষায় করতে হবে।

ভারতে ১৯৪.২৭ কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন

নয়াদিল্লি, ৭ জুন হি.স.): কোভিড টিকাকরণ অভিযানের আওতায় ১৯৪.২৭-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে ভারতে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ১৬৯ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯৪,২৭,১৬,৫৪৩ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৬ জুন সারা দিনে ভারতে ৩,০৭,৭১৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৮৫,৩২,০৯,২৬২-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৩,০৭,৭১৬ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৭১৪ জন।

আখনুরে গুলি করে ড্রোন নামাল বিএসএফ

জম্মু, ৭ জুন (হি.স.): আকাশপথে বিস্ফোরক পাচারের অভিনব প্রচেষ্টা বানচাল করে দিল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। জম্মু জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় একটি ড্রোন গুলি করে মাটিতে নামাল বিএসএফ। জম্মুর আখনুরের কনকচক এলাকার ঘটনা। শিশুদের টিফিন বক্সের ভিতরে থাকা তিনটি ম্যাগনেটিক আইইডি উদ্ধার করা হয়েছে, বিভিন্ন সময়ে সেট করা ছিল টাইমার।বিএসএফ জানিয়েছে, সোমবার রাতে আখনুরের কনকচক এলাকায় প্রায় ৮০০ মিটার উঁচুতে ড্রোন ওড়ার শব্দ শুনতে পান বিএসএফ জওয়ানরা। তৎক্ষণাৎ বিএসএফ জওয়ানরা গুলি চালান। এরপর রাত এগারোটা নাগাদ কনকচকের দয়ারান এলাকায় আবারও ড্রোনের শব্দ শোনা যায়। পুলিশ কর্মীরা তখন গুলি চালান। গুলি করে মাটিতে নামানো হয় ড্রোনটি, সেই ড্রোনে শিশুদের টিফিন বক্সের ভিতরে থাকা তিনটি ম্যাগনেটিক আইইডি উদ্ধার করা হয়েছে, বিভিন্ন সময়ে সেট করা ছিল টাইমার। আইইডি নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

রাজস্থানের বারমের-এ গাড়ি ও ট্রেলারের সংঘর্ষে মৃত ৮

বারমের, ৭ জুন (হি.স.): রাজস্থানের বারমের জেলায় এসইউভি গাড়ি ও ট্রেলারের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন একই পরিবারের ৮ জন সদস্য। প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন মাত্র একজন সদস্য, তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, সেই সময় জালোর থেকে বারমের অভিমুখে আসছিলেন বিয়েবাড়ির অতিথিরা। বিয়ের অনুষ্ঠানস্থল থেকে মাত্র ৮ কিলোমিটার দূরত্বে দ্রুতগামী এসইউভি গাড়ির সঙ্গে ট্রেলারের সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই ছ"জন মারা যাযন এবং দু"জন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

পুলিশ জানিয়েছে, এসইউভি গাড়িতে মোট ৯ জন ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ৮ জনেরই মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের নাম-পুনমা রাম (৪৫), প্রকাশ বিষ্ণোই (২৮), মণীশ বিষ্ণোই (১২), প্রিন্স বিষ্ণোই (৫), ভগীরথ রাম (৩৮), মঙ্গিলাল বিষ্ণোই (৩৮) ও বুদ্ধরাম বিষ্ণোই (৪০)। একজনের নাম জানা যায়নি।

ভবানীপুর দম্পতি "খুনে" তদন্তের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৭ জুন (হি.স.): ভবানীপুরে প্রৌঢ় দম্পতিকে খুনের ঘটনায় দ্রুত তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সকালে নিহত দম্পতির মেয়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকেই মুখ্যমন্ত্রী এই আশ্বাস দেন এবং জানান, খুনের ঘটনায় দ্রুত নিষ্পত্তি হবে। সোমবার সন্ধ্যায় ভবানীপুরের হরিশ মুখার্জি রোডের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয় দম্পতির রক্তাক্ত দেহ। পুলিশ সূত্রের খবর, অশোক শাহ এবং তাঁর স্ত্রী রেশমির দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ছিল। প্রাথমিক ভাবে ধারণা, তাঁদের খুন করা হয়েছে। ওই দম্পতির তিন মেয়ে রয়েছে। প্রৌঢ় দম্পতির কন্যাও সন্দেহভাজন কারও নাম জানাতে পারেননি। এর মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী ফোন করে জানিয়েছেন, খুনি কে তা খুঁজে বার করবেন তদন্তকারীরা। তিনি যেন পুলিশের উপর ভরসা রাখেন। সোমবার সন্ধ্যার এই খুনের ঘটনায় ভবানীপুর থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, কিছু দিন আগেই বাড়ি বিক্রি নিয়ে এক ক্রেতার সঙ্গে সামান্য বচসা হয় ওই দম্পতির।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

নিশ্চিহ্ন ভাইরাসের পুনর্জীবন নিয়ে গবেষণা বিতর্ক

প্রায় পাঁচ বছর আগে নিশ্চিহ্ন এক ভাইরাসকে ফিরিয়ে আনলেন বিজ্ঞানীরা। কানাডার আলবার্টা ল্যাবে এক বিজ্ঞানী দল নিশ্চিহ্ন হর্স ভাইরাসের ফিরে আসা নিশ্চিত করলেন।

হর্স পক্স বা এইচপি হলো অর্থো পক্স হর্স ভাইরাস। বিংশ শতকের আগে ছিল এর বসতি। বর্তমানে এটি প্রায় নিশ্চিহ্ন। নামেই এর পরিচয়। হর্স পক্স হলো ঘোড়ার রোগ। মানুষকে সংক্রমিত করবে এমন জানা নাই। অবশ্য এটি গুটি বসন্তের স্বজাতি। মানব ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর রোগ হিসেবে পরিচিত এই বসন্ত বা পক্স। এতে সংক্রমিত মানুষের ৩০ শতাংশের হয়েছিল মৃত্যু। ১৯৮০ সালে বসন্ত হয়েছিল নির্মূল। এ জন্য টিকা ধন্যবাদ পেতেই পারে। তবু হর্স পক্সের পুনরুজ্জীবন নিয়ে গবেষণা অনেক জৈবনিরাপত্তা (বায়োসিকিউরিটি) বিশেষজ্ঞদের দুর্ভাবনায় ফেলেছে।

কিন্তু কথা হলো হর্স পক্স ভাইরাস কী করে পুনর্জীবিত হলো ল্যাবে। গবেষণায় ব্যবহৃত হলো হর্স পক্স ভাইরাসের ডিএনএর অংশবিশেষ। হাজার হাজার জিন ভগ্নাংশ গ্রন্থিত করা হলো। রচিত হলো পূর্ণ হর্স পক্স জেনোম। এর পর এই হর্স পক্স জেনোম ঢোকানো হয় ইতিমধ্যে সংক্রমিত কোষে ভিন্ন রকমের অর্থো পক্স ভাইরাস ভ্যাকসিনিয়ার সাহায্যে। এভাবে এইচপিএক্স জিনের সংশ্লেষ হলো ভেকসিনিয়া ভাইরাসে যাতে সৃষ্টি হতে পারে হর্স পক্স ভাইরাস। বিজ্ঞানীরা দেখালেন, পুনর্জীবিত ভাইরাস কোষ সংক্রমিত আর পুনর্জনন করতে পারে। অবশ্য এই গবেষণা অনেক প্রশ্নের জন্ম দিল আর এর নৈতিকতা নিয়ে কথা উঠল। এর পরিণতি নিয়েও প্রশ্ন উঠল। বিজ্ঞানীরা বর্তমান প্রযুক্তির অপব্যবহার করলেন? বায়ো সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞরা এমন গবেষণার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। এমন বিতর্কিত সমীক্ষাকে বলে 'ডুয়াল ইউজ রিসার্চ।' বিজ্ঞানের ভান্ডারে যোগ করে নতুন জ্ঞান। তবে এর অপব্যবহার আনতে পারে বৈশ্বিক ক্ষতিকর পরিণতি। জনস্বাস্থ্য আর নিরাপত্তার হুমকি। বসন্তের জিনের ২০ শতাংশের বেশি রাখার নিষেধাজ্ঞা থাকলেও সব নিয়ম মানলেও হর্স পক্স পুনর্নির্মাণ করতে সক্ষম। এই বিতর্কিত সমীক্ষা প্রকাশে কোনো জার্নাল বা গবেষণা সাময়িকী রাজি হয় নাই। বলেছে 'ওয়াশিংটন পোস্ট'। আলবার্টা ল্যাব এ ব্যাপারে দক্ষ কিন্তু অন্য ল্যাবে এমন স্টাডি করা বিপজ্জনক। বসন্তের মতো ভাইরাস পুনর্জীবিত করা বিশ্বের জন্য হুমকি। বিজ্ঞানের সব প্রযুক্তি প্রয়োগের আগে বিশ্বের মানুষের জীবনের কথা ভাবতে হবে অনেক সময় তা আশীর্বাদ না হয়ে হতে পারে অভিশাপ।

দুধ কি আপনার ত্বকের প্রধান শত্রু

দুধ আমাদের শরীরের জন্য আদর্শ একটি খাবার সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে আপনার যদি তৈলাক্ত ত্বক হয় এবং ব্রণের সমস্যা থাকে, সে ক্ষেত্রে দুধ কতটা উপকারী জানেন কি? আপনি হয়তো স্কিনের জন্য অনেক ক্রিম, সিরাম ব্যবহার করে যাচ্ছেন; কিন্তু আপনার ফ্রিজেই আছে সমস্যার সূত্রপাত।

শরীরের জন্য দুধ কত গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তবে আপনার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার স্কিন যদি তৈলাক্ত হয়, তবে সে ক্ষেত্রে তৈরি হবে জটিলতা।

দুধের কারণে কেন সমস্যা তৈরি হয়:

দুধ আমাদের হরমোনকে প্রভাবিত করে যা ত্বকে তেল উতাদন করে। এই অতিরিক্ত তেলের কারণে পরবর্তী সময়ে স্কিনে ব্রণ হয়। বিশেষ করে চর্বিযুক্ত দুধ খেলে এই সমস্যা বেশি হয়।

কম ফ্যাটযুক্ত দুধেও চিনির পরিমাণ বেশি থাকে, যা সমস্যা আরো বাড়িয়ে দিতে পারে। শুধু দুধ নয়, অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য যেমন- পনির, ক্রিমেও এই সমস্যা তৈরি হতে পারে। এর অর্থ হলো আপনি সকালে যে কফি খাচ্ছেন বা যে পিজ্জা খাচ্ছেন, তাতেও আপনার সমস্যা আরো জটিল হচ্ছে।

আপনার স্কিনকে কিভাবে ভালো রাখবেন?

ভালো স্কিন পেতে হলে ধীরে ধীরে আপনার খাদ্যতালিকা থেকে দুগ্ধজাতীয় খাবারগুলো বাদ দিন। একবারে নয়, তবে ধীরে ধীরে আপনার খাদ্যতালিকা ঠিক করে ফেলুন। এতে করে নিজেই স্কিনের পরিবর্তন লক্ষ করবেন।

সঠিক স্কিনকেয়ার রুটিন, সঠিক পণ্য এবং একটি দুগ্ধমুক্ত ডায়েটের সঙ্গে আপনার ত্বক উজ্জ্বল এবং ব্রণমুক্ত হবে মাত্র দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে। প্রয়োজনে আপনি দুধের বিকল্প হিসেবে বাদামের দুধ খেতে পারেন।

যদি আপনি এখনো আপনার পছন্দসই খাবারগুলো চান, তবে ভালো খবরটি হলো- আপনার দুগ্ধের পছন্দের বিকল্পের জন্য বাদামের দুধসহ আরো অনেক বিকল্প রয়েছে।

এখন আপনার ওজন কমানোর কিছু উপায়

শরীর নিয়ে চিন্তিত? অতিরিক্ত ওজনের কারণে দুর্বিসহ অবস্থা? চাইলেও সহজে ওজন কমাতে পারছেন না। চিন্তার কিছু নেই, এই সমস্যারও সমাধান রয়েছে। শুধু জানতে হবে সঠিক পদ্ধতি।

ওজন কমানোর ক্ষেত্রে অনেকেই অনেক ধরনের ভুল করে থাকেন। সবথেকে বড় কথা, এই প্রক্রিয়া শুরু করার আগে, অনেক ধরনের চিন্তাভাবনা রাখা প্রয়োজন।

প্রতিদিনের ভুল কিন্তু ওজন না কমিয়ে উল্টো শরীরের ওপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। ডায়েট কিংবা রোজকার অভ্যাস এসবে বদল আনলেই কিন্তু কেল্লাফতে। পুষ্টিবিদ ন্যান্সি দেহরা জানাচ্ছেন কীভাবে সঠিক উপায়ে ওজন কমানো সম্ভব।

ডায়েট এবং শরীরচর্চা ছাড়াও যে বিষয়গুলো অবশ্যই মাথায় রাখবেন, সেগুলো হলো-

যদি ওজন কমানোর দৌরাত্ম্যে আপনি যোগ দেন, তবে শরীরচর্চার সঙ্গেই স্ট্রেন্থ ট্রেনিং শুরু করা অবশ্যই দরকার। মাসেলে টান ধরা সবথেকে দরকারি।

সঠিক পরিমাণ, প্রোটিন খাবারে অবশ্যই যোগ করুন। প্রোটিন কিন্তু খুব দরকার। এটি খিদে পাওয়ার মাত্রা কমায়, অনেক্ষণ পেট ভর্তি রাখে। তাই এগুলো মাথায় রাখবেন।

প্রতিদিনের ডায়েটে সালাদ কিংবা সবজি জাতীয় খাবার খাওয়াও দরকারি। কম ক্যালোরি যুক্ত, সবজি এবং ফাইবার জাতীয় খাবার খুব দরকারি।

সবসময় ওজন কমানোর আগে অ্যাকশন প্ল্যান রাখবেন। তার কারণ ব্যাক আপ প্ল্যান সবসময় রাখা দরকার। মনে রাখতে হবে যেকোনো একদিকে নয়, সমস্ত দিকেই নজর রাখা দরকার। খাবারের সঙ্গেও শরীরচর্চা কিংবা ব্যায়াম এগুলোতে ফোকাস করা খুব দরকার। সবমিলিয়ে যদি না ঠিকঠাক হয়, তবে খুব মুশকিল।

সংরক্ষিত বনে কার্বন কমছে

অবৈধ দখল, বৃক্ষ নিধন ও জুমচাষের কারণে কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের সংরক্ষিত বন থেকে অনেক দেশীয় এবং অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির গাছ কমে যাচ্ছে। এর ফলে বনে কার্বন মজুতে প্রভাব পড়ছে। মানবসৃষ্ট ব্যাঘাত ও উপদ্রবের কারণে সিতাপাহাড় নামে পরিচিত এই বনের কোনো কোনো স্থানে কার্বন ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বনবিদ্যা ও পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের একদল গবেষকের গবেষণায় এই চিত্র উঠে এসেছে। তবে একই গবেষক দলের অন্য দুটি পৃথক গবেষণায় দেখা গেছে, বাড়ির পাশের বন বা বসতঘর বন (হোমস্টেড ফরেস্ট) কার্বন মজুতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দলটি বান্দরবান এবং কক্সবাজারের মহেশখালীতে বসতঘর বনে কার্বন সংরক্ষণের ওপর পৃথক দুটি গবেষণা পরিচালনা করে। কক্সবাজারের মহেশখালীর বসতঘর বনের গাছপালায় প্রতি হেক্টরে ৪৬ টন কার্বন এবং বান্দরবানে ৩৬ টন কার্বন মজুত রয়েছে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। এভাবে প্রাকৃতিক বনের পাশাপাশি বসতঘর বন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কার্বন মজুত রেখে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে।

তিনটি গবেষণায় নেতৃত্ব দিয়েছেন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তড়িৎ কুমার বল। গবেষণাগুলো সম্পন্ন হয়েছে ২০২১ সালে। তিনটি গবেষণায় আরও যুক্ত ছিলেন সহযোগী অধ্যাপক রাজশ্রী নন্দী ও ফিনল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব ইস্টার্ন ফিনল্যান্ডের জ্যেষ্ঠ গবেষক আন্তি কিলপেলেইনেন, অধ্যাপক মো. মহিউদ্দিন, সহযোগী অধ্যাপক শ্যামল কর্মকার, কোপেনহেগেন ইউনিভার্সিটির গবেষক লার্স হলগার স্মিথ, তাসলিমা সুলতানা, শিক্ষার্থী আনোয়ারুল ইসলাম চৌধুরী, জামাল উদ্দিন, তাসকিরা আকতার ও কামরুল হাসান।

'পার্বত্য চট্টগ্রামের সিতাপাহাড় সংরক্ষিত বনাঞ্চলের তিন ভিন্ন ক্যানোপি (আচ্ছাদন) আচ্ছাদিত অংশে কার্বনের মজুত' শীর্ষক গবেষণা নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'ফরেস্ট ইকোলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট' জার্নালে। গবেষণায় উল্লেখ করা হয়, ৩৭৩ হেক্টর জায়গাজুড়ে বিস্তৃত সিতাপাহাড় বনটি সংরক্ষিত ঘোষিত হয় ১৮৭৫ সালে। ১৯৯৯ সালে এটিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সিতাপাহাড়ের ওপর গবেষণায় বনের জীবন্ত গাছ, চারাগাছ, লিয়ানা (একধরনের কাষ্ঠলতা), মৃত গাছ, পাতা, হিউমাস ও মাটিতে কার্বনের পরিমাণ পরিমাপ করা হয়। গবেষণায় বনকে ঘনত্ব অনুযায়ী আচ্ছাদিত, মৃদু আচ্ছাদিত ও কম ঘনত্বেরএই তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এই তিন শ্রেণিতে প্রতি হেক্টরে কার্বনের পরিমাণ পাওয়া গেছে যথাক্রমে ৯১, ৭২ ও ৫০ টন।

গবেষণায় দেখা গেছে, মানবসৃষ্ট ব্যাঘাত ও উপদ্রবের কারণে বনের আচ্ছাদিত ও আংশিক আচ্ছাদিত অংশের তুলনায় কম ঘনত্বের অংশের জীবন্ত গাছে কার্বন ৮১ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে।

গবেষক তড়িৎ কুমার বল বলেন, কম ঘনত্বের বনে গাছের সংখ্যা কম হওয়ায় ঝরাপাতা ও জৈব বস্তুতে কার্বনের পরিমাণ আচ্ছাদিত ও মৃদু আচ্ছাদিত বনের তুলনায় ৯৫ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে। কম ঘনত্বের অংশে গাছের পরিমাণ কম হওয়ায় উন্মুক্ত জায়গায় ঝরাপাতাগুলো দ্রুত শুকিয়ে যায়। ফলে কার্বনের পরিমাণ কমে যায়। গাছপালা কেটে ফেলার কারণে এ পরিস্থিতি হয়েছে। বসতঘর বন বাংলাদেশে বসতঘর বনের পরিমাণ দশমিক ২৭ মিলিয়ন হেক্টর, যা দেশের মোট বনভূমির শতকরা ১০ ভাগ। এ বনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি কার্বন ধরে রাখার প্রচুর সম্ভাবনার কথা উঠে এসেছে অপর দুটি গবেষণায়।

'বাংলাদেশের দক্ষিণাংশে মহেশখালী দ্বীপে বসতবাড়ির বনে কার্বন মজুতের ওপর বৃক্ষ প্রজাতি ও বনের গঠনের প্রভাব' শীর্ষক গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে 'কার্বন ব্যালেন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট' জার্নালে।

মহেশখালীতে ২৩৯টি বসতঘর বনের ওপর জরিপ করে জীববৈচিত্র্য ও মজুতকৃত কার্বনের পরিমাণ বের করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, এ দ্বীপের বসতঘর বনে ৫২টি প্রজাতির গাছ রয়েছে। এই বৃক্ষরাজিতে প্রতি হেক্টরে ৪৬ টন কার্বন মজুত রয়েছে। অন্যদিকে বান্দরবানে 'জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে বাংলাদেশে বসতবাড়ির বনে মজুতকৃত কার্বনের সম্ভাবনা' শিরোনামে অপর গবেষণাটি প্রকাশিত হয় 'সায়েন্টিফিক রিপোর্টসে'। বান্দরবান সদর উপজেলার তিনটি ইউনিয়নে ভিন্ন উচ্চতার ১৭৬টি বসতবাড়ি বনের ওপর গবেষণা চালানো হয়। গবেষণায় গ্রামীণ বনের ঝরাপাতা, মাটিতে কার্বনের পরিমাণ পরিমাপ করা হয়। দেখা গেছে, এখানকার তিন উচ্চতার বনের গাছে সামগ্রিকভাবে কার্বনের পরিমাণ ৩৬ দশমিক ৩৫ শতাংশ টন প্রতি হেক্টরে এবং ঝরাপাতা ও মাটিসহ সমগ্র ইকোসিস্টেমে প্রতি হেক্টরে কার্বনের পরিমাণ ৮৯ টন, যা ক্ষতিগ্রস্ত প্রাকৃতিক বনের কার্বনের পরিমাণ অপেক্ষা বেশি।

নিরীহ পাখি কাঠশালিক

মহাব্যস্ত মতিঝিলের শাপলা চত্বরের কাছের একটি বটগাছে ফলখেকো পাখিদের পাকা বটফল খাওয়ার প্রতিযোগিতা চলছে। শুরুটা হয়েছে সেই ভোরবেলা থেকে। ভরপেট খেয়ে কেউ গাছ ছাড়ছে, আসছে নতুনরা। এভাবে দিনভর আসা---যাওয়া যেমন চলবে, তেমনি চলবে হুটোপুটি-ঝগড়াঝাটি। এই যেমন এখন একটি নীলগলা বসন্তবাউরির সঙ্গে ঝগড়া লেগেছে একটি স্লিম বডির পাখিরা। পাকা ফলে ভরা একখানা সরু ডালে ঝুলে-দুলে বসন্তবাউরিটি শরীরের পালক ফুলিয়ে আর হাঁ করা মুখ দুলিয়ে দুলিয়ে বলছে, 'অ্যাই! খবরদার ব্যাটা! এই ডালে এলে খবর আছে!' এ সময় একজোড়া বুলবুলি ঝড়ের বেগে এসে আক্রমণ করে বসন্তটিকে। ভ্যাবাচেকা খেয়ে বসন্তটি দেয় উড়াল-লাফ, কিন্তু পাখিটি এবার বুলবুলি দুটির মুখোমুখি হয়। বুলবুলি দুটি ঝগড়ায় না জড়িয়ে পাকা ফল রেখেই উড়ে যায় অন্য ডালে। পাখিটি এবার খেতে শুরু করে। দুলন্ত-ঝুলন্ত ডালখানা এমনিতেই ফলের ওজনে বেশি ছিল ঝুলন্ত, পাখিটি বসতেই আরও নুইয়ে পড়ে। কিন্তু পাখিটি অনেক পাকা ফল টপাটপ গিলে ফেলে। তারপর একমুখ খাবার নিয়ে দেয় উড়াল। অনেকটা দূরে তার বাসা। একটি পুরোনো দালানের ফোকরে। সেই বাসায় তার ক্ষুধার্ত চারটি ছানা। দিনভর খাইয়েও ছানাদের 'খাই খাই' ভাব দূর করা যায় না।

মা পাখি মুখভরা পাকা বটফল নিয়ে ফিরতেই বাসা পাহারায় থাকা বাবা পাখিটি উড়াল দেয়। সে-ও ফিরবে ছানাদের জন্য মুখভরা খাবার নিয়ে। মা পাখি বাবা না ফেরা পর্যন্ত বাসার পাহারায় থাকবে। কেননা, কখনো কখনো মহাধূর্ত পাতিকাকেরা বাসার মুখে ঝুলে বসে চাপা স্বরে এমন শব্দ তোলে যে ছানারা মনে করে, মা বা বাবা এসেছে খাবার মুখে। ফোকরের বাইরে দেয় গলা-মাথা বের করে, অমনি কাকটি কপাত করে ছানাটির মাথা ঠেঁটে চেপে ধরে দেয় উড়াল। ধূর্ত হাঁড়িচাঁচারাও ক্বচিৎ এ রকম কাজ করে। ছানারা যখন কোটর থেকে মুখ বাড়াতে শেখে, বিপদটা তখনই ঘটে বেশি। এই পাখিরা বাসা বানায় বারো মাসই। তবে ভরা মৌসুম বসন্ত থেকে শরতাল। গাছের কোটরে, দরদালানের ফাঁকফোকরে ও ভেন্টিলেটরের ভেতর সরু ঘাস-লতা-শিকড়-পালক-কাগজ ইত্যাদি এনে বাসা সাজিয়ে মেয়ে পাখিটি ডিম পাড়ে চার—পাঁচটি। অনেকটা গোলাপি-সাদাটে রং ডিমের। বাসা যেমন দুজনে মিলে গড়ে, তেমনি দুজন মিলে পালা করে তা দিয়ে ১৫ থেকে ২১ দিনে ছানা ফোটায়। তবে শহরে বা গ্রামের স্টিলের বিদ্যুৎ পোলের ফোকরে বাসা করে সুযোগ থাকলে। খোদ রাজধানী ঢাকার কয়েকটি পয়েন্টে এমন বাসা আজও দেখা যাবে। ১৯৭৪ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত আমি ৫৪, পুরানা পল্টনের হলুদ পাঁচতলা ভবনটিতে অফিস করেছি (ওটা এখন নেই, সেখানে এখন নতুন ভবন, বায়তুল মোকাররম মসজিদের ঠিক উত্তর পাশে, রাস্তার ওপারে)। ওটি ছিল পুরোনো আমলের দালান, ৫৫টি বড় বড় ভেন্টিলেটর ছিল, প্রতিবছরই তিন—চারটি ভেন্টিলেটরে বাসা করত এই পাখিরা, অন্যগুলো বারো মাসই দখলে রাখত আবাবিল পাখিরা।

এই পাখিরা আছে সারা বাংলাদেশে। এরা ডালপালা বেয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় সুড়সুড় করে চলাচল করতে পারে, গাছের ডাল-পাতার সঙ্গে ক্যামোফ্লেজ হয়ে থাকতে পারে। কেননা, এদের শরীরের উপরিভাগ চকচকে ধূসর, মাথাটা সাদাটে ধূসর বা বাদামি, গলা-বুক—পেট গাঢ় বাদামি, তার ওপরে খয়েরি অস্পষ্ট আভা, লেজের তলা খয়েরি, চোখের রিংটা হলুদ, ঠেঁট ও পা হলুদ। এরা জোড়ায় চলে, প্রয়োজনে ঝাঁকবদ্ধ হয়। নিরীহ পাখি। চঞ্চল-চতুর ও হুঁশিয়ার এই পাখিদের নাম কাঠশালিক। বাগেরহাট অঞ্চলে পরিচিত বাইনেবউ নামে। ইংরেজি নাম দৈর্ঘ্য ২১ সেন্টিমিটার। ওজন ৪০ গ্রাম। এদের মূল খাদ্য নানা রকম পোকামাকড়, শস্যদানা, ছোট ছোট ফল, ফুলের মধু—রেণু। বিশেষ করে অশ্বত্থের ফল, ডুমুর, পাকা খেজুর, পাকুড়, উড়ে আমের ফল ও বলাফল বেশি প্রিয়। তবে সুযোগ পেলে মাটিতে নেমে মানুষের ফেলে দেওয়া ভাত, রুটি-বিস্কুটের টুকরো, চিনাবাদাম ইত্যাদি খায়। তাল-খেজুরের রস পান করে এরা নিয়মিত। বাল্য-কৈশোরে আমরা সুতোর ফাঁস-ফাঁদ পেতে অন্য রসখেকো পাখিদের সঙ্গে কাঠশালিকও আটকাতাম। এ ধরনের স্মৃতি বাংলাদেশের বহু প্রবীণেরই আছে। আজও দেশের নানা প্রান্তে জাল-ফাঁদে আটকে এসব পাখি ডজন বা হালি হিসাবে বিক্রি করতে দেখা যায়। এটা আইনত দণ্ডনীয়। ২০ থেকে ৩০ বছর আগেও রাজধানী ঢাকা ও শহরতলিতে কিছু খেজুরগাছে রসের ঠিলা-কলস দেখা যেত, দেখা মিলত খেজুরের নলিতে কাঠশালিকেরও। গাছের সরু ডালডালা-পাতা ও কাণ্ড বেয়ে এরা দ্রুত উঠতে-নামতে পারে সার্কাসম্যানদের মতো। গাছের ডালপালা পায়ে আঁকড়ে একেবারে উল্টো হয়েও ঝুলতে-দুলতে পারে। রাজধানীতে কাঠশালিক যথেষ্টই আছে। পার্ক-উদ্যানে গিয়ে দেখা না মিললেও শোনা যেতে পারে এদের মিষ্টি-মোলায়েম ডাক।

ধানের ৩০০০ জিনোম প্রকল্প

বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীর প্রধান খাদ্য হচ্ছে ভাত। বিশেষ করে এশিয়া মহাদেশে। প্রায় ৮ হাজার বছর আগে ধানের চাষাবাদ শুরু হয়। বর্তমানে বছরে প্রায় ১৬০ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে বার্ষিক প্রায় ৫০০ মিলিয়ন টন ধান উৎপাদিত হয়। তবে সেটা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট নয়। এই চাহিদা পূরণের জন্য ২০৩০ সাল নাগাদ ধানের উৎপাদন কমপক্ষে ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করতে হবে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন, লবণাক্ততা, খরা, বন্যা ইত্যাদি ধানের আশানুরূপ উৎপাদনকে ব্যাহত করছে। ধানের বৈচিত্র্যতার সংরক্ষণ এবং যথাযথ ব্যবহারের ওপর এর নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন নির্ভর করে। ধানের অন্তঃপ্রজাতি ও আন্তপ্রজাতি বৈচিত্র্য অন্য শস্য থেকে অনেক বেশি। এই বৈচিত্র্যই ধানের উন্নত জাত উদ্ভাবন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

খাদ্যশস্য জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে ধানের জিনোম প্রথম সিকোয়েন্সিং করা হয় ২০০৫ সালে। পৃথিবীজুড়ে আনুমানিক ৭ লাখ ৮০ হাজার প্রজাতির ধান বিভিন্ন জিন ব্যাংকে সংরক্ষিত আছে। ধানের বৈচিত্র্য নিরূপণ এবং উপযুক্ত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ৩০০০ জিনোম প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। ২০১৪ সাল নাগাদ প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এটা ধান গবেষণায় বিশাল মাইলফলক। এই জিনোম প্রকল্পে ৮৯টি দেশের মোট ৩ হাজার প্রকারের ধান সংগ্রহ করা হয় পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের জন্য। এর মধ্যে যার ৭৭ দশমিক ১ শতাংশ দক্ষিণ—পূর্ব এশিয়া (৩৩ দশমিক ৯ শতাংশ), দক্ষিণ এশিয়া (২৫ দশমিক ৬ শতাংশ) এবং চীন (১৭ দশমিক ৬ শতাংশ) থেকে। এগুলোর মধ্যে বাংলাদেশি ধানের সংখ্যা আছে ১৮৩। আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইআরআরআই) এবং চায়নিজ একাডেমি অব সায়েন্সের (সিএএস) জিন ব্যাংক যথাক্রমে ২৪৬৬ এবং ৫৩৪ প্রজাতির ধান সরবরাহ করেছে। পাকা ধানের ক্ষেত ধানের জিনোম ৩৭৪ মিলিয়ন নিউক্লিওটাইড বা ভিত্তি বা অক্ষর নিয়ে গঠিত। জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের ক্ষেত্রে ৩০০০ জিনোমের গড় গভীরতা ছিল ১৪ এক্স। সহজ ভাষায় বলতে গেলে প্রতিটি ধানের জিনোমের কোনো একটা জায়গা ১৪ বার করে সিকোয়েন্সিং করা হয়েছে। জিনোমের গভীরতা ব্যাপ্তি ৪ থেকে ৬০ এক্স হলেও ২৩২২টি ধানের জিনোমের গভীরতা ছিল কমপক্ষে ১০ এক্স। জিনোম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মোট ১৮ দশমিক ৯ মিলিয়ন একক ভিত্তির বহুরূপিতা (এসএনপি) পাওয়া গেছে। এসএনপি হচ্ছে জিনোমের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় একটিমাত্র ভিত্তি বা অক্ষরের পরিবর্তন, এটা একটা জিনোম থেকে আরেকটা জিনোমের পার্থক্য নির্দেশ করে। সর্বোচ্চসংখ্যক এসএনপি পাওয়া গেছে ক্রোমোজোম ১, ৪ এবং ১১—তে। ক্রোমোজোম ৯, ১০ ও ৫---এ পাওয়া গেছে সর্বনিম্নসংখ্যক। মোট নিউক্লিওটাইড এসএনপির ১৮ দশমিক ২৪ শতাংশ বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী প্রোটিনের অ্যামাইনো অ্যাসিডে কোনো পরিবর্তন দেখা দেয় না। অর্থাৎ এসএনপির ফলে নিউক্লিওটাইডের সংকেতলিপি পরিবর্তিত হলেও অ্যামাইনো অ্যাসিড একই থাকে। প্রোটিন অ্যামাইনো অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত হয়, এই অ্যামাইনো অ্যাসিডের ক্রম নির্ধারিত হয় ৩টি নিউক্লিওটাইডের সংকেতলিপি আনুসারে। জাতিগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্বাচিত ২ লাখ এসএনপির ওপর ভিত্তি করে এই ৩০০০ ধান ৫টি স্বতন্ত্র গ্রুপে বিভক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ২টি প্রধান গ্রুপ হচ্ছে জাপোনিকা ও ইন্ডিকা। সবচেয়ে বড় এবং বৈচিত্র্যসম্পন্ন গ্রুপ হচ্ছে ইন্ডিকা। এতে ১ হাজার ৭৬০ প্রকারের ধান (৫৮ দশমিক ২ শতাংশ) ৫টি উপদলে বিভক্ত। জাপোনিকা গ্রুপে মোট ৮৪৩ (২৭ দশমিক ৯ শতাংশ) প্রকারের ধান রয়েছে। সেগুলো ২টি পৃথক উপদলে বিভাজিত। ধানের এসব বৈচিত্র্য, এসএনপি, গ্রুপ বিভক্তকরণ এবং জাতিগত বিশ্লেষণ ধান গবেষণায় নতুন দ্বার উন্মুক্ত করেছে। এগুলোকে উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু প্রজাতি উদ্ভাবন, বৈশিষ্ট্য উন্নতকরণ এবং জিনোমব্যাপী বৈচিত্র্যের সঙ্গে শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের সংযোগ বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

বিশ্বের বৃহত্তম উদ্ভিদের সন্ধান

অস্ট্রেলিয়া উপকূলে প্রাচীন ও বৃহত্তম উদ্ভিদ সি---গ্রাস পাওয়া গেছে।ছবি : ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে একটি উদ্ভিদ কত বড় হতে পারে? গবেষকেরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানহাটন শহরের চেয়ে তিন গুণ বড় একটি উদ্ভিদের সন্ধান পেয়েছেন তাঁরা। এটি মূলত সি-গ্রাস বা সাগরের ঘাস। এটি রিবন উইড বা ফিতা ঘাস নামেও পরিচিত। অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলে বিশাল এই সি—গ্রাস রয়েছে।

গবেষকেরা বৃহত্তম উদ্ভিদের বিষয়টি নিশ্চিত হতে সি---গ্রাসটির জিনগত পরীক্ষা করেছেন। তাঁদের দাবি, অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলে পানির নিচে যে বিশাল তৃণভূমি রয়েছে, তা আদতে একটি উদ্ভিদ। একটি একক বীজ থেকে সাড়ে চার হাজার বছর ধরে এই বিশাল তৃণভূমি তৈরি হয়েছে। খবর ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা বলছেন, বিশাল এই সি---গ্রাস ২০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁরা অস্ট্রেলিয়ার পার্থ শহর থেকে ৮০০ কিলোমিটার দূরের শার্ক বে এলাকায় আকস্মিকভাবে এই সি—গ্রাসের সন্ধান পান।

এরপর তাঁরা এর জিনগত বৈশিষ্ট্য জানার চেষ্টা করেন। এ জন্য উপসাগরের বিভিন্ন স্থান থেকে অঙ্কুর সংগ্রহ করেন এবং প্রতিটি নমুনা থেকে একটি করে 'ফিঙ্গার প্রিন্ট' তৈরি করতে ১৮ হাজার জেনেটিক মার্কার পরীক্ষা করেন। এর মাধ্যমে এই তৃণভূমিতে কতগুলো উদ্ভিদ আছে তা বের করার চেষ্টা করছিলেন তাঁরা।

গবেষণা---সংক্রান্ত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে প্রসিডিংস অব দ্য রয়্যাল সোসাইটি বি সাময়িকীতে। গবেষণা নিবন্ধের প্রধান লেখক জেন এজলো বলেন, তৃণভূমির সি---গ্রাসের সংখ্যা জানতে গবেষণা চালাতে গিয়ে তাঁরা চমকে গেছেন। কারণ, পুরোটাই মাত্র একটি উদ্ভিদ। শার্ক বে'র ১৮০ কিলোমিটারজুড়ে বিস্তৃত একটি উদ্ভিদ! এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম উদ্ভিদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদ্ভিদটি এর দৃঢ়তার জন্যও পরিচিত। উপসাগরের বিভিন্ন স্থানে পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে এটি বেড়ে ওঠে।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। ছবি ঃ নিজস্ব।

রাজ্যে বিজেপি সরকারের আমলে মানুষের কোন স্বাধীনতা নেই ঃ রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ সুস্মিতা দেব এবং প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুবল ভৌমিক। এছাড়াও উপ নির্বাচনের ৪টি আসনের মনোনীত প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাম ও রাম দুই সরকারেরই তুলোধোনা করেছেন রাজিব বন্দোপাধ্যায়। উনার কথায়, রাজ্যে বিজেপি সরকারের আমলে মানুষের কোন স্বাধীনতা নেই। নরক যন্ত্রণায় ভুগছে মানুষ। স্বাস্থ্যব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে ভেঙে পড়েছে। প্রত্যন্ত এলাকা গুলোতে নেই পানীয় জল, বিদ্যুৎ পরিষেবা। উনার স্পষ্ট কথায়, বামফ্রন্ট এবং বিজেপি কেউই রাজ্যের মানুষকে উন্নত পরিষেবা দিতে পারিনি। শুধুমাত্র ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তিনি আরো বলেন, ত্রিপুরায় শিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কোন আমলে রাজ্যকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি সরকার। এমনকি মহিলাদের অগ্রাধিকার সহ শান্তি সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজন তৃণমূল কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠা করা। আসন্ন উপ নির্বাচনের পর আগামী আট মাসের মধ্যে সাধারণ বিধানসভা নির্বাচন। তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যবাসী জন্য শান্তি সম্প্রীতি গণতন্ত্র এবং কর্ম প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রতিশ্রুতি বদ্ধ বলে জানিয়েছেন রাজিব বন্দোপাধ্যায়। সাংসদ সুস্মিতা দেব বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরা প্রত্যেকেই লড়াই করার শক্তি রাখেন। উনার কথায়, বিজেপির বাইক বাহিনীর ট্রেডিশন এই উপ নির্বাচনে জয়ের মাধ্যমে শেষ করবে তৃণমূল। প্রত্যেকেই বিপুল ভোট জয় যুক্ত হবেন হবে আশা ব্যক্ত করেছেন সাংসদ।

জোলাইবাড়ীতে বাইক রেলি সংগঠিত করা হয় যুব মোর্চার উদ্যোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৭ জুন।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৮ বছর পূর্তি উপলক্ষে ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির যুব মোর্চার উদ্দ্যোগে এক সুবিশাল বাইক রেলি সংগঠিত করা হয়। আজকের বাইক রেলিতে নেতৃত্ব দেন ৩৮ জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডলের যুব মোর্চার সভাপতি কেশব চৌধুরী। যুব মোর্চা কতৃক আয়োজিত আজকের এই বাইক রেলিতে অংশগ্রহন করে ৩৮ জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং, বিজেপির দক্ষিণ জেলার সম্পাদক বিকাশ বৈদ্য, বিজেপির দক্ষিণ জেলার সদস্য মণিদ্র বিশ্বাস, মন্ডলের জেনারেল সেক্রেটারী সমীর পাল, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ, ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দত্ত সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা। আজকের এই বাইক রেলির মাধ্যমে ৮ বছরের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীগুলি প্রচার করা হলো। বাইক রেলিটি জোলাইবাড়ী বাজার থেকে শুরু হয়ে, দেবদারু, বাইখোড়া, পশ্চিম পিলাকসহ জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন পথ অতিক্রান্ত করে পুনরায় জোলাইবাড়ী বাজারে এসে সমাপ্তি হয়। যুবমোর্চা কতৃক আয়োজিত আজকের এই বাইক রেলিতে ব্যাপক হারে লোক সমাগম ঘটে। জোলাইবাড়ীতে আজকের রেলিতে লোক সমাগমের সংখ্যা দেখে সকলে আশাবাদী আগামী আসন্ন ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি মনোনিত প্রার্থী বিপুলভোটে জয়লাভ করবে।

চড়িলামে জাতীয় সড়ক জলমগ্ন সামান্য বৃষ্টিতেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ জুন।। এক পশলা বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে রাজধানী আগরতলা শহর সহ বিভিন্ন এলাকা। ঠিক একইভাবে বিশালগড় মহাকুমার চড়িলাম বাজার সংলগ্ন রামকৃষ্ণ আশ্রম এলাকা জাতীয় সড়কে অল্প বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে। রাজধানী আগরতলা শহরে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকলেও চড়িলাম বাজারসংলগ্ন রামকৃষ্ণ আশ্রম এলাকার জাতীয় সড়কে জল নিষ্কাশন এর নেই কোন ব্যবস্থাপনা। যার ফলে মঙ্গলবার ঘন্টাখানেকের বৃষ্টিতে জলমগ্ন জাতীয় সড়ক। জাতীয় সড়কের জলের কারণে রাস্তার দুই পাশে অনেক ছোট বড় গাড়ি আটকে পড়ে যায়। কিন্তু তারপরেও সিপাহীজলা জেলা প্রশাসন এবং বিশালগড় মহাকুমা প্রশাসনের কোন আধিকারিকদের দেখা মেলেনি। এ নিয়ে পথচলতি মানুষ সহ গাড়ি চালক থেকে শুরু করে আশেপাশের স্থানীয় লোকজনের প্রশাসনের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছে। জানা গেছে রাস্তার জল আস্তে আস্তে রাস্তার পাশের মানুষের বাড়িঘরে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। কিন্তু তারপরেও প্রশাসনের কর্তাবাবুদের কোন দেখা মেলেনি। জাতীয় সড়কের দুই পাশের আটকে যাওয়া সমস্ত গাড়ি এখন জলমগ্ন স্থান থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

রাস্তা সংস্কারে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার প্রতিবাদে অবরোধ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। রাস্তা সংস্কারের কাজে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিশালগড়ের ঢাকার বাড়ি এলাকায় রাস্তা নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জানা যায় ওই এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরেই রাস্তা সংস্কারের কাজ চলছে। রাস্তা সংস্কারের কাজে অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে বলে এলাকাবাসীর তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়। এসব বিষয়ে স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছে অভিযোগ জানিয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য একাধিকবার অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিষয়টি পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকের নজরেও আনা হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন ধরনের ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই এলাকার জনগণ রাস্তার কাজে দুর্নীতি বন্ধ করতে মঙ্গলবার ঢাকার বাড়ি এলাকায় পথ অবরোধ করেন। অবরোধের ফলে ওই রাস্তায় সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। তাতে দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে। অবরোধের খবর পেয়ে পুলিশ এবং পূর্ত দপ্তরের কর্মকর্তারা অবরোধ স্থলে ছুটে আসেন। অবরোধকারীদের সঙ্গে প্রশাসনের কর্মকর্তারা আলোচনায় মিলিত হন। পূর্ত দপ্তরের এসডিও গৌতম ব্যানার্জি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রাস্তা নির্মাণ কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করার যে অভিযোগ মিলেছে তা খতিয়ে দেখে আইনানুগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দ্রুত রাস্তা সংস্কারের কাজ পুনরায় শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি জানান। সেই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে তারা পথ অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন।

টাকা পয়সা ও সোনা গয়নাসহ সন্তানকে নিয়ে স্বামীর ঘর থেকে পালাল গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। মধুপুর থানা এলাকার ব্রজেন্দ্র নগর ৬ নং ওয়ার্ডের এক মহিলা তার কন্যা সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে নগদ টাকা সোনা গয়না সহ অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট দিয়েছে। মহিলার নাম প্রিয়াঙ্কা ভৌমিক। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ১১ বছর আগে তাদের সামাজিক প্রথায় বিয়ে হয়। তাদের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। বিয়ের পর ৯ বছর তাদের দাম্পত্য জীবন সুখে স্বাচ্ছন্দে চলছিল। জানা যায় প্রিয়াঙ্কা ভৌমিক নামে ওই মহিলা বেশ কয়েকজন প্রতিবেশীর কাছ থেকেও স্বামীর নাম বলে টাকাপয়সা হাফিজ করেছে। শেষ পর্যন্ত নিজের ঘর থেকেই নগদ টাকা সোনা গয়না সহ মেয়েকে নিয়ে স্বামীগৃহ ছেড়ে দিয়েছে ওই মহিলা। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। মহিলার স্বামী এব্যাপারে মধুপুর থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় গ্রেফতারের সংবাদ নেই।

দু’সপ্তাহের মধ্যে বগটুই কাণ্ডে চার্জশিট হাইকোর্টে জানাল সিবিআই

কলকাতা, ৭ জুন (হি. স.) : হাইকোর্টে বগটুই কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের গতিপ্রকৃতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা পড়ল মঙ্গলবার। সেই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ঘটনাস্থলের আশপাশে থাকা মোবাইলগুলির টাওয়ারের অবস্থান খতিয়ে দেখা হয়েছে। মোবাইলগুলির মালিকের নাম সংগ্রহ করা হয়েছে। আপাতত ফরেনসিক রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে চার্জশিট দাখিল করার কথা আদালতে জানিয়েছে সিবিআই।২১ মার্চ, সোমবার সন্ধ্যেয় বীরভূমের বগটুই মোড়ে খুন হন বড়শাল পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভাদু শেখ। তাঁর মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বগটুই গ্রামের পূর্বপাড়ায় তাণ্ডব চালায় একদল যুবক। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় কয়েকটি বাড়িতে। সেই আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয় ৭ জনের। নিহতদের অধিকাংশ মহিলা ও শিশু। পরে আরও একজনের মৃত্যু হয় রামপুরহাট হাসপাতালে।

পারিবারিক বিবাদের জেরে স্বামীর মারধরে গুরুতর আহত স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। মধুপুর থানা এলাকার কাম থানার অরবিন্দ নগরে স্বামীর হাতে আক্রান্ত হয়েছেন স্ত্রী। আক্রান্ত স্ত্রীর নাম কুলসুম বেগম। স্বামীর মারে স্ত্রী গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। ঘটনার পর স্থানীয় লোকজনরা দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং আহত কুলসুম বেগমকে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। মহিলার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। অভিযুক্ত স্বামীর নাম শাহজাহান মিয়া। জানা গেছে দীর্ঘদিন ধরেই তাদের পারিবারিক কলহ চলছিল। মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ চরম আকার ধারণ করে। বাক-বিতণ্ডার জেরে স্বামী শাহজাহান মিয়া তার স্ত্রী কুলসুম বেগমকে বেধড়ক মারধর করে। তাতেই কুলসুম বেগম গুরুতরভাবে আহত হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসী দাবি জানিয়েছেন।

শান্তিরবাজার মহকুমা প্রশাসনের উদ্দ্যোগে প্রসাশনিক শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৭ জুন।। শান্তির বাজার মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য প্রতিনিয়ত লোকজনদের সাহায্যে বিভিন্ন কর্মসূচী করে যাচ্ছে। এরই মধ্যে লোকজনের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের জন্য লোকজনেরা যাতে করে হয়রানির শিকার না হতে হয় এবং সহজ পদ্বতিতে যেন লোকজনেরা কোনো প্রকার দালাল না ধরে নিজেদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র করে নিতে পারে তারই প্রয়াসে মহকুমা শাসকের উদ্দ্যোগে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জায়গায় প্রসাশনিক শিবির করা হচ্ছে। মঙ্গলবার শান্তির বাজার মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্যের উদ্দ্যোগে জোলাইবাড়ীর দেবদারু দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ে এলাকার লোকজনের সুবিধার্থে এক প্রসাশনিক শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরের মাধ্যমে পি আর টি সি, ম্যারেজ সার্টিফিকেট, এস সি সার্টিফিকেট, স্বাস্থ্য পরিষেবা সহ বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করা হয়। শিবিরের পাশাপাশি মহকুমা শাসক ও জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসকের উপস্থিতিতে এলাকার জনপ্রতিনিধি ও এলাকার লোকজনদের নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আজকের এই আলোচনা সভার মাধ্যমে এলাকার লোকজনের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনেন মহকুমা শাসক। তিনি এলাকার জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলে এলাকার লোকজনের সমস্যা কিভাবে সমাধান করাযাবে তা নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে দেবদারু এলাকার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করেন মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য ,অতিরিক্ত জেলাশাসক শঙ্কর দেবনাথ, এলাকাব বিশিষ্ট সমাজসেবী চাথই মগ সহ অন্যান্যরা। মহকুমা শাসক কতৃক আয়োজিত আজকের এই প্রসাশনিক শিবিরে এলাকার লোকজন ব্যাপকহার অংশগ্রহন করে। আজকের এই কর্মসূচী সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু বক্তব্য তুলে ধরলেন মহকুমাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য।

পতিছড়ী পঞ্চায়েতে পরিষেবা পাচ্ছেন না এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৭ জুন।। বগাফা ব্লকের অধীনে পতিছড়ী বি এম সি তে সঠিকভাব পরিষেবা পাচ্ছেনা এলাকাবাসী এমনটাই অভিযোগ। ঘটনার বিবরনে জানা যায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত পতিছড়ী পঞ্চায়েত কার্যালয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ লোকজনের সঠিকভাবে পরিষেবা পাচ্ছেন না। এই নিয়ে মঙ্গলবার দেখা গেলো বেলা ১ টা অতিক্রান্ত হবাব. পরেও পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা ঝুলানো অবস্থায় রয়েছে। এলাকার লোকজনেরা পঞ্চায়েতে এসে দীর্ঘসময় বসে থাকার পরেও পঞ্চায়েতে কর্তাবাবুদের দেখা মেলেনি। অবশেষে বেলা ১ টা অতিক্রান্ত হবার পর পঞ্চায়েত সেক্রেটারী শঙ্কর দাস পঞ্চায়েতে আসেন। এই পঞ্চায়েতের পরিষেবা নিয়ে এলাকাবাসীরা সংবাদমাধ্যমের সামনে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন। এলাকাবাসীরা জানান মাসের অধিক সময়ে এই পঞ্চায়েত কার্যালয় বন্ধ থাকে। এতে করে লোকজনেরা বিশেষ অসুবিধার সন্মুখিন হতে হয়। পঞ্চায়েত বন্ধ থাকার অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে সংবাদমাধ্যমের সামননে জানান পঞ্চায়েতের সেক্রেটারী শঙ্কর দাস। তিনি জানান কর্মী স্বল্পতার জন্য এমনটা হচ্ছে। সেক্রেটারী জানান তিনি প্রতিনিয়ত অফিসের কাজে ব্লকথেকে নানান জায়গায় যেতে হচ্ছে যার ফলে পঞ্চায়েত বন্ধ রেখে যেতে হয়। পঞ্চায়েতে দুইজন জি আর এস আছে কিন্তু উনারা সঠিকভাবে পঞ্চায়েতে আসেন না। সেক্রোটারি শঙ্কর দাস জানানা পঞ্চায়েতে কর্মী সল্পতার কথা ব্লক আধিকারিককে জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই বাধ্যহয়ে বেশিরভাগ সময় পঞ্চায়েত কার্যালয় বন্ধ রাখতে হয়। এলাকাবাসীর দাবী এই পঞ্চায়েত কার্যালয়ে সঠিকভাবে পরিষেবা প্রদান করা হোক। এখন দেখার বিষয় এলাকার লোকজনদের সঠিকভাবে পরিষেবা প্রদানে ব্লক আধিকারিক কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

কেন্দ্রীয় সরকারের ৮ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির যুব মোর্চার বাইক র‍্যালিতে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

৭ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে ৭ দিনব্যাপী খার্চি মেলা ও উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। জাতি জনজাতির সম্পীতির অন্যতম নির্দশন হচ্ছে খার্চি মেলা ও উৎসব। এই মেলা ও উৎসবকে বিশ্বের দরবারে যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য সবাইকে আরও বেশি দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আজ পুরাতন আগরতলার চতুর্দশ দেবতা বাড়িতে আসন্ন খার্চি মেলা ও উৎসব সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে খয়েরপুরের গীতবিতান হলে আয়োজিত এক প্রস্তুতি সভায় তথ্য ও সংস্ক'তিমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী। সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বলেন, জাতি জনজাতি উভয় সম্পদায়ের মধ্যে সম্পীতি এবং ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হচ্ছে খার্চি মেলা। গত ২ বছর কোভিডের কারণে খার্চি মেলা ঐতিহ্য অনুযায়ী আয়োজন করা যায়নি। এবছর এই মেলাকে তার পুরোনো ঐতিহ্যে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সভায় বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী বলেন, এই উৎসব ও মেলায় শুধু রাজ্যের নয় পার্শ্ববর্তী রাজ্য এবং প্রতিবেশি দেশ বাংলাদেশ থেকেও পুণ্যার্থীরা অংশ নিয়ে থাকেন। রাজ্যের চিরাচরিত সম্পীতির ঐতিহ্য বহন করছে খার্চি মেলা ও উৎসব। তাই এই উৎসব যাতে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয় সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

সভায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার, পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ শীল, পুরাতন আগরতলার বিডিও পামেলা সাহা, জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক জীবন কৃষ্ণ আচার্য, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সুবিকাশ দেববর্মা, সমাজসেবী অমিত নন্দী এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। আগামী ৭ জলাই থেকে শুরু হবে ৭দিনব্যাপী খার্চি মেলা ও উৎসব। সভায় মেলা ও উৎসবকে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, অন্যান্য বছরের মতো এবছরও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের পক্ষ থেকে উৎসব ও মেলা প্রাঙ্গণে প্রদর্শনী মণ্ডপ খোলা হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে কৃষ্ণমালা মঞ্চে বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। মেলা কমিটির চেয়ারম্যান রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী এই মেলা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

সিপাহীজলা জেলায় যুব মোর্চার বিজয় তীর্থ র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ জুন।। মঙ্গলবার নরেন্দ্র মোদির ৮ বছর পুর্তি উপলক্ষে যুব মোর্চার উদ্যোগে গোটা দেশে জেলাভিত্তিক বিজয় তীর্থ র‍্যালি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মঙ্গলবার রাজ্যের সবগুলি বিজেপির সাংগঠনিক জেলায় এই র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। সিপাহীজলা (উত্তর) জেলায় বিজয় তীর্থ র‍্যালিতে রীতিমতো জনপ্লাবন পরিলক্ষিত হয়। এদিন বিশ্রামগঞ্জ থেকে শুরু হয় র‍্যালি। জেলার পাঁচটি মন্ডলের যুব মোর্চার কার্যকর্তারা সকাল ১০ টায় মোটর সাইকেল নিয়ে বিশ্রামগঞ্জ মোটর স্ট্যান্ডে জড়ো হন। সেখান থেকেই শুরু হয় র‍্যালি। জাতীয় সড়কে কুড়ি কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে সেকেরকোট বাজারে সমাপ্ত হয় র‍্যালি। অগ্রভাগে বাইক নিয়ে র‍্যালিতে অংশ নেন বিজেপির প্রদেশ সহসভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, বিজেপির সিপাহীজলা (উত্তর) জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক, যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি নবাদল বণিক, মোর্চার জেলা সভাপতি দীপ্তনু দাস, যুব মোর্চার জেলা প্রভারি তাপস দাস, বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন ছন্দা দেববর্মা, বিশালগড় পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সুশান্ত দেব সহ বিশালগড় চড়িলাম কমলাসাগর গোলাঘাটি টাকারজলা মণ্ডলের যুব মোর্চার কার্যকর্তারা। বিজেপির প্রদেশ সহ-সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বলেন বিগত আট বছরে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দুর্নীতি মুক্ত ভারত গড়ার কাজ হয়েছে। সরকার সুশাসন সেবা এবং গরিব কল্যাণ এই তিনটি বিষয়ের উপর কাজ করেছে। যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি নবাদল বণিক বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ বন্ধ হয়েছে। যুব সমাজের স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিশা দেখিয়েছে প্রধানমন্ত্রী। স্টার্টআপ এর মাধ্যমে যুব সমাজ স্বউদ্যোগী হয়ে নিজেরা রোজগার করছে এবং অন্যদের রোজগারের দিশা দেখাচ্ছে। নতুন ভারত গড়ার সংকল্প নিয়ে যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ হয়েছে। বিজেপির জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারী প্রকল্পের সহযোগিতা সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। যুব মোর্চার জেলা সভাপতি দীপ্তনু দাস বলেন যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশাত্মবোধের জাগ্রত করার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীজি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এই জেলার সকল যুব মোর্চার কার্যকর্তাদের র‍্যালিতে অংশ নেয়ার জন্য অভিনন্দন জানান যুব মোর্চার জেলা সভাপতি। স্মরণাতীতকালে এমন সুবিশাল বাইক র‍্যালি আর সংঘটিত হয়নি এই জেলায়।

আয়োজন

● প্রথম পাতার পর

বিধায়িকা জানান, চারটি আসনেই বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল ভোটে গনদেবতারা জয়ী করবেন। মানুষের সেবায় বিজেপি কর্মী ও সরকার দিনরাত নিয়োজিত রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। ত্রিপুরার উন্নয়নে যুবরা বিশেষ ভূমিকা নেবে বলেও আশা প্রকাশ করেন বিধায়িকা। এদিন তথ্য ও সংস্কৃতি সুশান্ত চৌধুরী বাইক মিছিলে অংশ নিয়ে বলেন, ভারতের জনপ্রিয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার সেবা, সুশাসন এবং দরিদ্রদের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের ৮(আট) বছর পূর্তি উপলক্ষে আজ সদর গ্রামীন জেলা যুব মোর্চার উদ্যোগে মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বীরেন্দ্রনগর স্কুল ময়দান থেকে এক সুবিশাল বাইক মিছিলে অংশগ্রহণ করেছি।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

অনেকটা ফুলে গিয়েছিল। ফলে, চেহেরা সঠিকভাবে শনাক্ত করা মুশকিল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মৃতদেহের পরিধেয় পোশাক আকাশের সাথে মিলে যাচ্ছিল। তাই, অঙ্কণ সরকার অগত্যা ওই মৃতদেহ আকাশের বলে শনাক্ত করেন। এরপরই পুলিশ ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ অঙ্কণ সরকারের হাতে তুলে দিয়েছিল। ধর্মীয় রীতি মেনে তাঁর শেষকৃত্যও সম্পন্ন হয়েছে। শুধু তাই নয়, অস্বাভাবিক মৃত্যুর ফলে চারদিনে শ্রাদ্ধের আয়োজনও করা হয়েছে। এরই মধ্যে শ্রাদ্ধ চলাকালীন আকাশ বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছে।

জীবিত সন্তানকে দেখে সকলেই হতচকিত হয়ে পরেন।আসলে, আকাশ সরকার সারাক্ষণ নেশাগ্রস্ত হয়ে থাকে। ২২ বছর বয়সী ওই যুবক নেশাগ্রস্ত হয়ে প্রায় সময় বাড়ি থেকে গায়েব থাকত। ফলে, তাকে খুজে বের করার জন্য পরিবারের সদস্যরা সবসময় আগ্রহ দেখাতেন না। কিন্তু, মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে তাঁরা ছুটে গিয়েছিলেন। পুলিশের বক্তব্য, পরিবারের সদস্যরা মৃতদেহ শনাক্ত করার পর সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। আকাশ জানিয়েছে, গত কয়েকদিন জিবি হাসপাতালে তার চিকিতা চলছিল। তাই, পরিবারের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠেছে, মেলারমাঠ পুকুরে উদ্ধার যুবকের পরিচয় কি। কোথা থেকে ওই যুবক এসেছেন, তাঁর মৃত্যু কিভাবে হয়েছে। মৃতদেহ সৎকারের পর আসল পরিচয় খুঁজে বের করা আদৌ সম্ভব হবে, নাকি অজ্ঞাত পরিচয় মৃতদেহ উদ্ধার হিসেবে ফাইলবন্দী হয়ে যাবে। এমন হাজারো প্রশ্নের মধ্যে একটি বিষয় নিয়ে কৌতুহল চরমে, আকাশের নিখোজ হওয়া এবং মৃতদেহ উদ্ধারের পরবর্তী ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আরক্ষা প্রশাসন কিভাবে ব্যাখ্যা দেবে।

মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

সরকারের মৃতদেহ। এলাকাবাসী দেখতে পেয়ে খবর দেন বীরগঞ্জ থানায়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।মৃতের স্ত্রী জানান, স্বামীর একটি অজানা রোগ ছিল। প্রায় ১৫ বছর ধরেই তিনি রোগে আক্রান্ত। কোন কাজ-কর্ম করতেন না। সব সময় তাঁকে চোখে চোখে রাখতেন পরিবারের সদস্যরা। তবে সোমবার সবার অলক্ষ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান তিনি।পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, রোগাক্রান্ত হওয়ার ফলে জলে পড়ে সুশীল সরকারের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ওই ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে

প্রচার

● প্রথম পাতার পর

সকালে রাধানগর এলাকায় সি.পি.আই.এম কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা করে। এতে কয়েকজন কর্মী সমর্থক গুরুতর আহত হয়েছে বলে জানান সিপিআইএম নেতৃত্বরা। সি.পি.আই.এম কর্মী সমর্থকদের কাছ থেকে প্রচার সজ্জা সহ টাকা-পয়সার সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ করেন প্রাক্তন সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত। ঘটনার সাথে যারা জড়িত রয়েছে তাদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সি.পি.আই.এম কর্মীসমর্থকরা রাস্তা অবরোধ করেছে বলে জানান শংকর প্রসাদ দত্ত।

গাড়ি ধাক্কা দিয়ে কৃষকের মৃত্যুর ঘটনায় তিপরা মথার নেতার ছেলে সহ ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। গাড়ির ধাক্কায় কৃষকের মৃত্যুর ঘটনায় তিপরা মথার ছেলে সহ দুইজনকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁদের থানা থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য পুলিশের উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে পুলিশ আজ দুইজনকে আদালতে সোপর্দ করেছে। আদালত দুইজনকেই জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে। জম্পুইজলা প্রমোদনগর বাজারে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছিল কৃষক যাদব মনি দেববর্মার। ঘটনায় ঘাতক গাড়িটির চালক ছিলেন তিপ্রা মথার নেতার ছেলে। পুলিশ তিপ্রা মথার নেতার ছেলে সহ আরো ১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে গতকাল রাতে তাদেরকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য পুলিশের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠে এসেছে।তাদেরকে মেডিকেল করানোর জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় কিছু লোকজন পুলিশের কাজে বাধা দিয়েছেন। যদিও বাধা-বিপত্তি কড়া হাতে মোকাবিলা করেছে পুলিশ। গতকাল রাতেই পুলিশ তাদের মেডিকেল করিয়ে আটক করে রাখে। ধৃতদের নাম হুকু দেববর্মা এবং বিধুভুষণ দেববর্মা। মঙ্গলবার পুলিশ তাদের আদালতে সোপর্দ করেছে। আদালত দুইজনকে জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে।

খোয়াই কলেজে অব্যবস্থা, অধ্যক্ষের দরজায় তালা, পরে স্মারকলিপি এবিভিপি-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৭ জুন।। মঙ্গলবার দুপুরে খোয়াই দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যক্ষের কার্যালয়ের দরজায় তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। তাদের অভিযোগ, বিভিন্ন পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে কলেজে। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যক্ষকে দীর্ঘ সময় ঘেরাও করে রেখে পরে তাঁর হাতে স্মারকলিপিও তুলে দিয়েছেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ, কলেজে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। কলেজের দালান বাড়িটি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। তাতেই পড়াশুনা করতে হচ্ছে। তাছাড়া কলেজের পাস ও অনার্সের পঠন-পঠন নিয়মিত হচ্ছে না। সংস্কৃত বিভাগে পড়াশুনা এখনো শুরুই হয়নি।তাছাড়াও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক সুজিত নাথ শর্মা এবং ককবরকের অধ্যাপিকা ঝুমন দেববর্মার বিরুদ্ধে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মারাত্মক অভিযোগ রয়েছে। অধ্যাপক সুজিত নাথ শর্মা ষষ্ঠ সেমিস্টারের প্রজেক্টের বিষয় নির্ধারন করে দেবার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ১৬০০ টাকা জনপ্রতি আদায় করছেন। একই রকম ভাবে ককবরক বিষয়ের ক্ষেত্রেও ওই অধ্যাপিকা প্রজেক্টের জন্য জনজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ১২০০ টাকা জনপ্রতি আদায় করছেন।এই বিষয়গুলো নিয়ে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বহুবার অধ্যক্ষের কাছে অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ জানিয়েছিলেন। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেয়নি। ছাত্র-ছাত্রীরা আজ হুশিয়ারি দিয়েছেন, অবিলম্বে সমস্যা গুলোর স্থায়ী সমাধান না হলে কলেজে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তাঁরা।

পরিকাঠামো সমস্যায় জর্জরিত কর্বং পাড়া এস বি স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ জুন।। রাজ্য সরকার যেখানে চাইছে এলাকার উন্নয়ন, সেই জায়গায় স্থানীয় পঞ্চায়েত সেক্রেটারির বদান্যতায় এলাকার উন্নয়ন তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা এলাকায় রুপাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পূর্নচন্দ্র কর্বং পাড়া এলাকা। ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে কর্বং জাতি প্রায় বিলুপ্তির পথে। বিগত বছরে এই পিছিয়ে পড়া জনজাতিদের উন্নয়নের কথা নিয়ে সোচ্চার হয়েছিল সংবাদ মাধ্যম। সংবাদ প্রকাশ হতেই নরেচড়ে বসে প্রশাসন, শুরু হয় দৌড়ঝাপ। এলাকায় ১১ পরিবার বর্তমানে বসবাস করছে এই কর্বং সম্প্রদায়ের জনজাতি।

এলাকার একমাত্র সিনিয়ার বেসিক বিদ্যালয় পুর্নচন্দ্র কর্বং পড়া এস বি স্কুল। বিদ্যালয়টি নানা সমস্যায় ভোগছিল দীর্ঘদিন যাবৎ। কর্বং সম্প্রদায়ের লোকের ছেলেমেয়েরাও এই বিদ্যালয়েই পড়াশোনা করে।

এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের ব্যবহারের একমাত্র শৌচাগার দীর্ঘদিন যাবৎ অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় হয়ে রয়েছে। সংবাদ প্রকাশের পর প্রশাসনের পরিদর্শন হয় বার কয়েক। ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় শৌচাগার সংস্কারের। প্রায় মাস দুয়েক আগেই কাজের দ্বায়িত্ব দেওয়া হয় রুপাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সেক্রেটারিকে। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে কাজ শুরু করছিলেন না এই পঞ্চায়েত সেক্রেটারি। চলতি মাসের ৪ তারিখ উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রি রামপদ জমাতিয়া মহাশয়ের কর্বং এলাকা পরিদর্শনের খবর পেয়ে ঐ দিনই তরিঘরি শৌচাগার সংস্কারের কাজে হাত লাগান পঞ্চায়েত সচিব। অথচ দুমাস ধরে কাজের বিষয়ে কোনও ধরনের তৎপরতা লক্ষ করা যায়নি। এ প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত সচিব জগদীশ দাস অনেকটাই আমতা আমতা করে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করেন। এলাকার সচেতন মহল জুড়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে যে এলাকার উন্নয়নে স্থানীয় পঞ্চায়েত সেক্রেটারির এহেন ভূমিকায় এলাকার উন্নয়ন আদৌ কি সম্ভব হয়ে উঠবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ক্ষোভ

● আটের পাতার পর

সকলের সাথে কথা বলার সময় নেই প্রধানের কাছে বলেও গ্রামবাসীদের অভিযোগ। অপরদিকে পথ অবরোধে প্রথমে একপ্রকার উত্তেজনা ছড়ালেও ধর্মনগর থানা পুলিশের মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। চাপে পড়ে গ্রাম প্রধান রাস্তা সারাই করে দেওয়ার আশ্বাস দিলে পথ অবরোধ মুক্ত হয়। দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধে ফলে যানচলাচল স্বাভাবিক ভাবেই বিঘ্নিত হয়। তবে ঢুপির বন্ধগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কথায় এটাই পরিষ্কার,পূর্বতন বাম ও বর্তমান রাম শাসনাধীন ধর্মনগর পৌর পরিষদের অবহেলার কারণেই এই সমস্যা দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসছে। পাশাপাশি সানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও পৌর পরিষদ এলাকায় বসবাসকারী গরীব অংশের সাধারণ মানুষ চাইছেন তাদের দীর্ঘদিনের সমস্যা দ্রুত সমাধানে এগিয়ে আসুক রাজ্য সরকার।কারণ তাদের এই সমস্যা সমাধানে মানবিক দৃষ্টি কোন থেকে আজ পর্যন্ত কেউ এগিয়ে আসেনি। যার ফলে তাদের কচিকাঁচা ছেলে মেয়েরা স্কুলে যেতে পারছেনা।সাথে রাস্তা ভাঙ্গার কারনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের পারাপার হতে হচ্ছে।যেকোনো সময় বড়সড় দূর্ঘটনা ঘটার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।সানীয় গ্রামবাসীদের এদিনের পথ অবরোধে সামিল হন অপর তিনটি গ্রামের মানুষও। তাদের দাবি লালছড়া, ঢুপিরবন্ধ, উপ্তাখালি এলাকার জনগণের চলাচলের একমাত্র রাস্তাটিও বেহাল দশায় পড়ে রয়েছে। কিছুদিন আগে সেই রাস্তায় পিচ করে সংস্কারের জন্য আন্দোলন সংঘটিত করা হয়।পরবর্তীতে দপ্তরের আশ্বাসে আন্দোলন প্রত্যাহারও করা হয়। পরবর্তীতে রাস্তা সংস্কারে মাঠে নামে দপ্তর।কিন্তু বৃষ্টির ফলে আগের মতই বেহাল অবস্থায় চলে যায় রাস্তাটি।তাই অবরোধে সামিল অপর তিন গ্রামের মানুষের দাবী, তাদের মৌলিক সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসুক রাজ্য সরকার। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলা হবে।

বিরাজ করছে

● আটের পাতার পর

মা র পাশ বই নিয়ে আসছে ছেলে তাকে পর্যন্ত আপডেট করে দিচ্ছে না। এই নিয়ে প্রায় সময় ব্যাঙ্কে কর্মকর্তাদের সঙ্গে ঝগড়া হয়। উক্ত বিষয়গুলো নিয়ে ব্রাঞ্চ ম্যান্যজারের দৃষ্টি গোচরে দেওয়া হলে ও কনো হেল দৌল নেই কতৃপক্ষের। প্রচুর সংখ্যক গ্রাহক সাংবাদিকের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দিয়ে গিয়ে ক্ষোভে বিক্ষোভে বলেন আমার ম্যানুয়েল যুগে খুবই ভালো পরিষেবা পেয়েছি। কিন্তু বর্তমানে ডিজিটাল ইন্টারনেট যুগে গ্রাহক পরিষেবা একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।

শিকার জনগণ

● আটের পাতার পর

একজন মহিলা এবং পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান পঞ্চায়েতের বাইরে গাছের তলায় বসে থাকতে দেখা যায়। কখন পঞ্চায়েত সচিব আসবে এবং পঞ্চায়েতে তালা খুলবে। সে অপেক্ষা করতে করতে দুপুর দেড়টা বেজে গেল পঞ্চায়েত সচিবের দেখা মিলল না। এইদিকে গ্রুপ ডি মহিলা এবং পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জানান, পঞ্চায়েতের সেক্রেটারি নাকি কোন একটি মিটিংয়ে চলে যায় যার কারণে পঞ্চায়েতে তালা ঝুলছে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত। যদিও পঞ্চায়েতে গ্রুপ ডি থাকা সত্ত্বেও পঞ্চায়েতের চাবি থাকে পঞ্চায়েত সচিব এর নিকট।পঞ্চায়েতের তালাবদ্ধ অবস্থায় থাকায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সুবিধাভোগীরা পঞ্চায়েতে থাকলেও কোনরকম সুবিধার না পেয়ে বাড়ি ফিরে যেতে হয়েছে। এখন এটাই দেখার বিষয় গুণধর ওই পঞ্চায়েত সচিবের বিরুদ্ধে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে ব্লক প্রশাসন।

বাইক উদ্ধার

● আটের পাতার পর

চুরি হয়েছিল এবং পুলিশ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। এই বাইক দুটির মালিকের নাম জয়ন্ত ঘোষ ও নিশিকান্ত সরকার। একটি বাইক গান্ধীগ্রাম মেলা থেকে এবং অপর বাইকটি উষাবাজার এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে চুরি গিয়েছিল।

কলেজটিলা লেইক সাজানো বিজ্ঞানসম্মত নয়, দাবি এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। স্মার্ট সিটির আওতায় কলেজটিলা লেইক সাজাতে গিয়ে পুকুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং জল দুটোই নষ্ট হচ্ছে বলে স্থানীয় মানুষ অভিযোগ করেছেন। এলাকাবাসীর বক্তব্য, সৌন্দর্যায়ন প্রয়োজন ঠিকই, তবে অবশ্যই তা করতে হবে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে।

কলেজটিলা লেইক সহ আশপাশের এলাকাকে স্মার্ট সিটি প্রকল্পের মাধ্যমে সাজিয়ে তোলার কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। কিন্তু স্মার্ট সিটির কাজের বিষয় নিয়ে কিছু আপত্তি তুলেছেন এলাকার মানুষ। তাঁদের বক্তব্য, যে পদ্ধতিতে কাজ হচ্ছে তা সঠিক নয়। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা উচিৎ। জলাশয়ে মাটি ফেলে পাইলিং করা ঠিক হচ্ছে না। এরপর সেই মাটি আর জলাশয় থেকে তোলা হয় না। মাটি ফেলে ভরাট করার এই কাজ বিজ্ঞান সম্মতভাবে হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন এলাকাবাসী। ফলে লেইকের জল নষ্ট হচ্ছে বলে দাবি তাঁদের। এলাকাবাসীর বক্তব্য, স্মার্ট সিটির কাজ নিশ্চয়ই হবে। আর সেই কাজে এলাকাবাসী সহযোগিতা নিশ্চিত ভাবে করবে। কিন্তু কাজ করতে হবে বিজ্ঞান সম্মত ভবে। মাটি ফেলে নয়। এই লেইক ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুয়ারী স্বীকৃত। ১৯৪৩ সালে ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুয়ারী এটাকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। মাটি ফেলে ভরাট করে যে পদ্ধতিতে উন্নয়নের কাজ হচ্ছে তা মেনে নিতে পারছেন না এলাকাবাসী। অচিরেই তারা এ ব্যাপারে পুর নিগমের মেয়রের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলেও জানিয়েছেন।

চিত্তামারায় ইট ভাট্টায় স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৭ জুন।। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ের পক্ষ থেকে সি এম ও ডাক্তার জগদীশ নম:-র পৌরহিত্যে পাইখলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীনে চিত্তামারা উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত সন্তোষী মাতা ব্রিক্স ইন্ডাস্ট্রিতে একটি স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ইটভাট্টার শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, গর্ভবতী মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, অপুষ্টি ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনা করেন ডাক্তার জগদীশ নমঃ। শিবিরে চুয়াত্তর জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে তাঁদের বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয় ও এইচআইভি টেস্ট, হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি, রক্তের নমুনা ও শিশুদের টাইফয়েড টেস্ট করা হয়।

বাংলাদেশে

● প্রথম পাতার পর

পারছেন না। পারিবারিক সুত্রে খবর, ওই মহিলা মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। তবুও, ওই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক, চাইছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

ক্রীড়া

তিনটি ম্যাচ খেলেই বিশ্বকাপ, ধোনিকে নিয়ে অজানা তথ্য ফাঁস করলেন তারকা ক্রিকেটার

প্রথম বার নেতৃত্ব দিয়েছেন গুজরাট টাইটান্সকে । আর প্রথম বারই তাঁর দল আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। হার্দিক পাণ্ডিয়া বলছেন, ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি তাঁর উপর আস্থা রেখেছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পাণ্ডিয়ার সাফল্যের পিছনে রয়েছেন ধোনি। একথা স্বীকার করেছেন স্বয়ং পাণ্ডিয়া। আগেও বহুবার তিনি তাঁর সাফল্যের পিছনে ধোনির অবদানের কথা বলেছেন। আবারও বললেন গুজরাট টাইটান্সের ক্যাপ্টেন। জীবনের তিনটি ম্যাচ খেলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের (২০১৬) দলে সুযোগ পাওয়ার ঘটনা সচরাচর ঘটে না। ধোনি ছিলেন বলেই পাণ্ডিয়ার পক্ষে বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পাওয়া সহজ হয়েছিল।

একটি পডকাস্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পাণ্ডিয়া জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক ম্যাচের প্রথম ওভারে ১৯ রান দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ধোনি তাঁর উপরে আস্থা হারাননি। অন্য কেউ হলে সেটাই পাণ্ডিয়ার প্রথম ও শেষ ম্যাচ হয়ে যেত। কিন্তু ধোনি ব্যতিক্রমী। পাণ্ডিয়ার উপরে আস্থা রেখেছিলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক।সংশ্লিষ্ট পডকাস্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পাণ্ডিয়া বলেছেন, ”ভারতীয় দলে আমি যখন সুযোগ পেয়েছিলাম, তখন সুরেশ রায়না, হরভজন সিং, যুবরাজ সিং, এমএস ধোনি, বিরাট কোহলি, আশিস নেহরা ছিল। এদের খেলতে দেখেই আমি বেড়ে উঠেছি। আমি খেলার আগেই এরা তারকা। অভিষেক ম্যাচের প্রথম ওভারেই আমি ১৯ রান দিয়েছিলাম। আমি তখনই ধরে নিয়েছিলাম এটাই আমার শেষ ওভার। কিন্তু মাহি ভাই আমার উপরে আস্থা রেখেছিল। ওর অধীনে খেলতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করি। আমার উপরে আস্থা রেখেছিল ধোনি।আমরা যেখানে এসে পৌঁছেছি, তার পিছনে মাহি ভাইয়ের অবদান রয়েছে।” ঘটনা হল প্রতিভা চিনতে ভুল করতেন না ধোনি। পাণ্ডিয়ার মধ্যে সেই প্রতিভা দেখেছিলেন ক্যাপ্টেন কুল। সেই সিরিজে প্রোটিয়াদের ভরসা হতে চলেছেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি! শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। দলের সদস্য ডোয়েন প্রিটোরিয়াস জানিয়েছেন, তিনি নিজে এবং দলের বাকিরা ধোনির শান্ত মানসিকতা এবং আত্মবিশ্বাস রপ্ত করতে চান।

এ বারই প্রথম আইপিএল খেললেন প্রিটোরিয়াস। তা-ও আবার চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে। ছ’টি ম্যাচ খেলে ৪৪ রান করেছেন এবং ছ’টি উইকেট নিয়েছেন। কিছু ম্যাচ খেলেছেন ধোনির অধীনে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, ‘‘আইপিএল খেলাটাই আমার কাছে একটা স্বপ্নপূরণ। তা-ও আবার ধোনির অধীনে! চেন্নাইয়ের সঙ্গে কাটানো প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করেছি। ধোনির সঙ্গে খেলে খুব মজা লেগেছে। ভারতে ওর যে জনপ্রিয়তা রয়েছে এবং দেশের হয়ে যা করেছে, তার পরে ওর অধীনে খেলা আলাদা অভিজ্ঞতা।’’ধোনির সম্পর্কে প্রিটোরিয়াস আরও বলেছেন, “ক্রিজে কতটা শান্ত থাকতে পারে, সেটা ওর থেকে ভাল করে শেখার চেষ্টা করেছি। নিজের চাপ সরিয়ে বোলারের উপর চাপিয়ে দেয়। আমাকে বুঝতে শেখাল যে ডেথ ওভারে আসলে বোলাররাই চাপে থাকে। কোনও ব্যাপারেই অতিরিক্ত উত্তেজনা দেখায় না। ধোনি বিশ্বাস করে ও যা খুশি করতে পারে। সেই আত্মবিশ্বাস ওর থেকে রপ্ত করে নিয়েছি।”বছরের শেষ দিকে রয়েছে টি২০ বিশ্বকাপ। প্রিটোরিয়াস চাইছেন, ভারতের বিরুদ্ধে ভাল খেলে বিশ্বকাপে নিজের জায়গা পাকা করতে।ধোনির কথা বলতে গিয়ে নস্ট্যালজিক হয়ে পড়েন হার্দিক পাণ্ডিয়া। তিনি বলেছেন, ”আমার আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের তৃতীয় ম্যাচে মাহি ভাই বলে, তুমি বিশ্বকাপের দলে থাকবে। তিনটে ম্যাচ খেলে বিশ্বকাপের দলে জায়গা পাওয়া সত্যিই অভাবনীয় একটা ব্যাপার।” সাধারণত তিনটি ম্যাচ খেলেই বিশ্বকাপের দলে জায়গা পাওয়া সচরাচর হয় না। এ যেন স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতোই ব্যাপার। পাণ্ডিয়ার স্বপ্ন সত্যি হয়েছিল। পিছনে ছিলেন ধোনি।

অমরপুর ক্রিকেটে ধরাশায়ী আজাদহিন্দ প্রথম জয়ের স্বাদ পেলো মালবাসা পি.সি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। সহজ জয় পেল মালবাসা প্লে সেন্টার। ২৪৭ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করলো আজাদ হিন্দ ক্লাবকে। মহাবীর জমাতিয়া এবং হরি ভাবাসা জমাতিয়ার বিধ্বংসী বোলিংয়ের সামনে মুখ থুবড়ে পড়লো আজাদ হিন্দ ক্লাবের ব্যাটসম্যানরা। ফলে বিনা লড়াইয়ে কার্যত আত্মসমর্পন করলো আজাদ হিন্দ ক্লাব। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্লাব লিগ ক্রিকেটে। মালবাসা প্লে সেনটারের গড়া ২৯৮ রানের জবাবে আজাদ হিন্দ ক্লাব মাত্র ৫১ রান করতে সক্ষম হয়। আসরে তৃতীয় ম্যাচ খেলে প্রথম জয়ের স্বাদ পেলো মালবাসা প্লে সেন্টার। অপরদিকে ৪ ম্যাচ খেলে এখনও জয়ের মুখ দেখেনি আজাদ হিন্দ ক্লাব। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে ৩৯.১ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৯৮ রান করে মালবাসা প্লে সেন্টার। দলের পক্ষে শ্রাবণ জমাতিয়া ৫৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ৮ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৮০, অমর শক্তি জমাতিয়া ৬৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৭ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৫,কিশোর জমাতিয়া ২৭ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩, রামকৃষ্ণ জমাতিয়া ২৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ এবং জগৎ জমাতিয়া ১১ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৪৮ রান। আজাদ হিন্দ ক্লাবের পক্ষে হৃদয় দাস (৩/৩২),অরিজিৎ দাস (৩/৪১) এবং সৌরদীপ দাস (৩/৫২) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে মহাবীর জমাতিয়া (৪/৫) এবং হরি ভরসা জমাতিয়ার (৪/১৭) বিধ্বংসী বোলিংয়ে মাত্র ৫১ রানে গুটিয়ে যায় আদাজ দিন্দ ক্লাব।দল সর্বোচ্চ ১৪ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। এছাড়া দলের পক্ষে সাগর দাস ১০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। মালবাসা প্লে সেন্টারের পক্ষে মহাবীর এবং হরি ভরসা ছাড়া শ্রাবণ জমাতিয়া (২/৬) উইকেট পেয়েছেন।

হরিয়ানায় খেলো ইন্ডিয়া যুব গেমসে ৪র্থ দিনে ফের হতাশ ত্রিপুরা শিবির

টেনিসে তুইজিলাং কোয়ার্টার-ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। চতুর্থ দিনে ফের হতাশার ছবি। হরিয়ানায় খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমসের ত্রিপুরার অ্যাথলেটরা তেমন সাফল্য পাচ্ছেন না। চতুর্থ দিনে আজ, মঙ্গলবার অনেক আশা নিয়ে ট্র্যাকে নামলেও কার্যত পদক জয়ের পরিস্থিতি তৈরি করতে পারেনি। সোমবার আসরের তৃতীয় দিনের মধ্যে আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্ট প্রতিষ্ঠা সামন্তের জোড়া স্বর্ণপদকের পাশাপাশি থাং-তা বালিকা বিভাগে প্রতীক্ষা ও কেনজিয়ার জোড়া ব্রোঞ্জ পদক প্রাপ্তির পর ত্রিপুরা শিবিরে সাফল্যের সংকেত আসেনি। সব মিলিয়ে তৃতীয় দিনের শেষে ত্রিপুরার দখলে দুটি স্বর্ণপদকসহ যে চারটি পদক এসেছিল তাই রয়েছে এখন ঝুলিতে। চতুর্থ দিনের প্রতিযোগিতায়

এথলেটিক্সে ১৫০০ মিটার বালক বিভাগে চয়ন আচার্য ৫ মিনিট ১২.৪৪ সেকেন্ড, বালিকা বিভাগে স্নিগ্ধা চৌধুরী ৫ মিনিট ৫৮.৪৪ সেকেন্ড। হাইজাম্প বালক বিভাগে রাহুল রুদ্রপাল ১.৭০ মিটার। ১০০ মিটার বালক রাহুল দেবনাথ ১১.৬৮ সেকেন্ড ও বিশাল রায় ১২.০৮ সেকেন্ড। ৪০০ মিটার বালক বিভাগে অনিকেত শীল ৫২.৮৪ সেকেন্ড। লং জাম্প বালিকা বিভাগে ঝুলন রাণী দাস ৫.০৪ মিটার, শটপুট বালক বিভাগে রাহুল মির্জা সর্ব শেষ স্থান, জ্যাভলিন বালক বিভাগে প্রশান্ত গোস্বামী ৫৭.৩৭ মিটার এবং ৪অ১০০ মিটার বালক বিভাগে রীলেতে অনিকেত শীল, বিশাল রায়, রাহুল দেবনাথ ও কুশ কুমার দত্ত ষষ্ঠ স্থান পায়। জিমন্যাস্টিক্সে ব্যালেন্সিং বীমে সঞ্চিতা মজুমদার ফাইন্যাল রাউন্ডে উঠলেও শেষ পর্যন্ত পঞ্চম স্থান পায়। টেনিসে ত্রিপুরার তুইজিলাং দেববর্মা প্রথম রাউন্ডে ওয়াক ওভার পায়। কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে গুজরাটের সুশান্ত দেবেশের বিরুদ্ধে।

পাওয়ার লিফটিংয়ের জাতীয় আসরের জন্য সিলেকশন ট্রায়ালে ব্যাপক সাড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। জাতীয় আসরে ত্রিপুরা দল অংশ নেবে। পাওয়ারলিফটিং এর জাতীয় আসরের জন্য রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হলো নির্বাচনী শিবির। তাতে অংশ নিলো ১৩৭ জন খেলোয়াড়। রাজ্যের ৭ জেলা থেকে। যতটুকু খবর প্রায় ৪০ সদস্যের ত্রিপুরা দল গঠন করা হবে। যারা অংশ নেবে হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় পাওয়ারলিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে। ৫ জুলাই থেকে শুরু হবে আসর। যা চলবে ১০ জুলাই পর্যন্ত। এতে রাজ্যদল ও অংশগ্রহণ করবে সাব জুনিয়র, পুরুষ এবং মহিলাদের মাস্টার্স বিভাগে। প্রত্যেকটি বিভাগেই পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে গঠন করা হবে রাজ্যদল। এরই লক্ষে মঙ্গলবার এন এস আরসিসিতে পাওয়ার লিফটিং হলে রাজ্যদল বাছাইয়ের জন্য নির্বাচনী শিবির হয়। রাজ্য পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের সচিব নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ জানালেন, এবারকার জাতীয় আসরে বিভিন্ন বিভাগে রাজ্যদল বেশ ভালো পারফরমেন্সই করবে। আশাবাদী তিনি সহ প্রত্যেকেই। মহিলা বিভাগে ১৪ জন এবং পুরুষদের বিভাগে ২৬ জনকে বাছাই করা হবে জাতীয় আসরের লক্ষ্যে। আগামী ১ জুলাই রওনা হবে রাজ্যদল হায়দরাবাদের উদ্দেশ্যে।

কসমোপলিটনের রাজেশের পাশে থাকার আশ্বাস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। কসমোপলিটনের রাজেশ দেববর্মা অসুস্থ। বর্তমানে জিবিপি হাসপাতলে চিকিৎসাধীন।

দূরারোগ্য ক্যান্সার আক্রান্ত কসমোপলিটন ক্লাবের প্রতিনিধি রাজেশ দেববর্মা। ভর্তি রয়েছেন জিবি-র ক্যান্সার হাসপাতালে। মঙ্গলবার তাঁকে দেখতে জিবিতে ছুটে গেলেন রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার যুগ্ম সচিব কিশোর কুমার দাস। সঙ্গে ছিলেন টি সি এ-র এপেক্স কাউন্সিলের দুইজন সদস্য জয়ন্ত দে এবং সত্যেন্দ্র নাথ। সঙ্গে ছিলেন এম বি বি স্টেডিয়ামের ইনচার্জ নয়ন দেববর্মা। প্রত্যেকেই রাজেশ দেববর্মার শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নিলেন। তাঁর দ্রুত আরোগ্য ও কামনা করলেন প্রত্যেকে। টি সি এ-র তরফ থেকে যুগ্ম সচিব রাজেশ দেববর্মার পাশে থাকার ও আশ্বাস দিলেন। শারীরিক ওই অবস্থার সময় টি সি এ-র যুগ্ম সচিব সহ বাকিদের কাছে পেয়ে ভীষণই খুশি হলেন রাজেশ দেববর্মা। মনের জোরও তাঁর অনেকটাই বেড়ে গেল।

যোগা প্রশিক্ষক ও পি.আই কিশোর দাস অকালে প্রয়াত : ক্রীড়া মহলে শোকের ছায়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। রাজ্যের স্বনামধন্য প্রাক্তন যোগাবিদ তথা শারীর শিক্ষক কিশোর কুমার দাস সোমবার রাত সোয়া নয়টায় স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হন। ১৯৯১ সালের ১৬ই জানুয়ারী ক্রীড়া দপ্তরে শারীর শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৮ সালে অবসর নেয়ার কথা ছিল ওনার। কিন্তু তার আগেই চির বিদায় নিলেন তিনি। ৮০ দশকে যোগাসনে রাজ্যের হয়ে অসংখ্য পদক কুড়িয়েছেন জাতীয় আসর থেকে। খোয়াই জেলার অন্তর্গত তেলিয়ামুড়ায় কর্মরত ছিলেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলেও কিছুদিন কর্মরত ছিলেন। গত তিন বছর ধরে স্নায়ু রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় শয্যাশায়ী ছিলেন। সকলের প্রিয় ও মৃদুভাষী, ওনার প্রশিক্ষনে বহু যোগাবিদ জাতীয় আসর থেকে পদক কুড়িয়েছে। মৃত্যু কালে দুই ছেলে ও স্ত্রী সহ বহু গুণমুগ্ধ ছাত্র এবং ছাত্রী রেখে গেছেন। তাঁর অকাল প্রায়নে রাজ্যের ক্রীড়া জগতের অপুরনিয় ক্ষতি হল বলা যায়। মঙ্গলবার ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা ও সকল সহ কর্মীরা এক মিনিট নীরবতা পালন করে শ্রদ্ধা জানান। শারীর শিক্ষক প্রনব অখণ্ড তাঁর সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। তাছাড়া রাজ্য শারীর শিক্ষা কর্মচারী সঙ্ঘের সচিব নিখিল সাহা, সভাপতি দিব্যেন্দু দত্ত শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

সুপার লিগে স্টার মেকারকে হারিয়ে জয় দিয়ে শুরু কল্পতরু ট্রাস্টের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। দুর্দান্ত জয় কল্পতরুর। নিজেদের প্রথম ম্যাচ। প্রতিপক্ষ স্টার মেকারকে ৫ উইকেটে হারিয়ে দুর্দান্ত জয় দিয়ে সুপার লিগের সূচনা করলো কল্পতরু ট্রাস্ট। ১৯০ রানের টার্গেট রেখে স্টার মেকার কিছুটা স্বস্তিতে ছিল, কিন্তু কল্পতরুর ব্যাটসম্যানদের সম্মিলিত প্রয়াসের দৌলতে কল্পতরু সহজ জয় ছিনিয়ে নিয়েছে। আয়োজক লংতরাই ভ্যালি ক্রিকেট এসোসিয়েশন। খেলা ছিল ঘাগড়াছড়া হাই স্কুল গ্রাউন্ডে। কল্পতরু ট্রাস্ট এবং স্টার মেকারের মধ্যে। বৃষ্টিবিঘ্নিত খেলায় শুরুতেই ৭ ওভার কমিয়ে ৪৩ ওভারে সীমিত করা হয়। টস জিতে স্টার মেকার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ৩১.৫ ওভার খেলে স্টার মেকার সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৮৯ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে উদিত দাসের ৩৯ রান, ওপেনার রোহিত উরিয়ার ৩৩ রানের পাশাপাশি গৌতম বিশ্বাস ও উজ্জ্বল ধরের ২৪ করে রান দলের স্কোর ১৮৯-এ উন্নীত করে। উদিতের স্ট্রাইক রেট তুলনামূলক ভালো ছিল। ২৬ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৩৯ রান পায়। কল্পতরু ট্রাস্টের বোলার জগৎ বিলাস চাকমা, সৌরভ চাকমা ও নেলসন দেববর্মা প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কল্পতরু ট্রাস্ট ৩১.৪ ওভার খেলে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে সৌরভ চাকমার ৪১ রান, ওপেনের সহেল দেববর্মার ৪০ রান এবং হেমন্ত চাকমার ৩৭ রান দলকে জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে দেয়। শেষদিকে চিরন্তনের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং দলকে জয় এনে দেয়। চিরন্তন ২২ বলে অপরাজিত ভূমিকায় ২৬ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। স্টার মেকারের উদিত দাস ৩১ রানে ৩ উইকেট পেয়েছিল।

বলয়ে থাকতে হবে না, স্বস্তি পাচ্ছেন ঋষভ

আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রস্তুতিতে নেমে পড়ল ভারতীয় দল। আর প্রথম দিনের শুরুতেই দেখা গেল ক্রিকেটারদের ক্লাস নেওয়া শুরু করেছেন কোচ রাহুল দ্রাবিড় ।এ দিন দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে অনুশীলনের শুরুতেই ক্রিকেটারদের গোল করে ডেকে নেন দ্রাবিড়। তার পরে কিছুটা সময় ধরে চলল গুরু দ্রাবিড়ের ক্লাস। যে ভিডিয়ো গণমাধ্যমে তুলে ধরেছে ভারতীয় বোর্ড। এ দিন ভারতীয় দলের নেটে দেখা গেল স্কুপ এবং রিভার্স স্কুপ শট অনুশীলন করছেন দীনেশ কার্তিক। সুযোগ পেলে নিজেকে প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে আছেন তিনি।দু’বছরের বেশি সময় ধরে ক্রিকেটারদের জৈব সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে থেকে খেলে যেতে হয়েছে। যে কারণে অনেক ক্রিকেটারই মানসিক ভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কেউ কেউ নিজেকে সরিয়েও নিয়েছিলেন দল থেকে। এই অবস্থায় আসন্ন ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি সিরিজে কোনও জৈব বলয় থাকবে না বলে ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। যে সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন ঋষভ পন্থ।

একটি পডকাস্টে ঋষভ বলেছেন, ‘জৈব বলয়ের বাইরে থাকতে পারব ভেবে খুবই ভাল লাগছে। আশা করব, ভবিষ্যতেও আর এই বলয়ের মধ্যে থাকতে হবে না। এত কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছে! এ বার এর বাইরে আসতে পারব ভেবেই স্বস্তি পাচ্ছি।”আগামী ৯ জুন থেকে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। প্রথম ম্যাচই দিল্লিতে। ঋষভের ঘরের মাঠে। মানসিক ভাবে তাজা থেকে মাঠে নামাটা যে কতটা জরুরি, তা পরিষ্কার ঋষভের কথায়। তিনি বলেছেন, “প্রায় সারা বছর ধরে খেলে যেতে হয় চাপের মধ্যে। যে কারণে মানসিক ভাবে ফুরফুরে থাকাটা খুব জরুরি।” যোগ করেন, “মানসিক ভাবে তাজা না থাকলে মাঠে নেমে একশো ভাগ দেওয়া যায় না।

লড়াই করে জয় ব্রাজিলের, স্বস্তি ফেরালেন নেমার

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনার বড় জয়ের পরের দিনেই জয় পেল ব্রাজিল। তবে তিতের দল জাপানকে বড় ব্যবধানে হারাতে পারেনি। প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পরে দ্বিতীয়ার্ধে নেমারের পেনাল্টি থেকে জাপানকে ১-০ হারায় ব্রাজিল।

ম্যাচের শুরু থেকেই ব্রাজিলের আক্রমণ রুখতে গোলের সামনে রক্ষণের প্রাচীর তুলে দিয়েছিল জাপান। যা টপকাতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র, নেমার দা সিলভা স্যান্টোস জুনিয়রেরা। কিন্তু খেলা শেষ হওয়ার ১৩ মিনিট আগে জাপানের বক্সে রিচার্লিসনকে ফাউল করা হলে রেফারি পেনাল্টি দেন। যা থেকে নেমার জয়সূচক গোলটি করেন। এ দিন গোলের ফলে জাতীয় দলের হয়ে ১১৯ ম্যাচে ৭৪টি আন্তর্জাতিক গোল করে ফেললেন নেমার। পেলেকে আন্তর্জাতিক গোলের সংখ্যায় স্পর্শ করতে আরও তিনটি গোল চাই তাঁর। তা হলেই ব্রাজিলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতার আসনে ফুটবল সম্রাটের সঙ্গে বসে পড়বেন নেমারও।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবারেই দক্ষিণ কোরিয়াকে ৫-১ চূর্ণ করেছিল ব্রাজিল। কিন্তু এ দিন সেই ছন্দে তিতের প্রশিক্ষণাধীন ব্রাজিলকে খেলতে দেননি জাপানের মাঝমাঠ ও রক্ষণের ফুটবলারেরা। যদিও শুরু থেকেই আক্রমণের ঝাঁঝ বজায় ছিল ব্রাজিলের খেলায়। দু’মিনিটেই নেমারের পাস থেকে লুকাস পাকুয়েতা গোল করার মতো জায়গায় চলে গিয়েছিলেন। এর কিছু পরেই ফ্রেড ও রাফিনহা গোল প্রায় করে ফেলেছিলেন। কিন্তু জাপানের গোলকিপার শুইচি গন্ডা সেই গোল বাঁচিয়ে দেন। প্রথমার্ধের শেষ দিকে পাকুয়েতার বাড়ানো বল ধরে নেমার গোল করতে গেলে সেই বল ঝাঁপিয়ে বিপন্মুক্ত করেন জাপানের গোলকিপার।

দ্বিতীয়ার্ধে রিচার্লিসন মাঠে আসতেই আক্রমণে গতি বাড়ায় ব্রাজিল। একের পর এক আক্রমণ শানাতে থাকে ব্রাজিল। যার সৌজন্যে গোলের দরজা খুলে যায় ব্রাজিলের সামনে।

তবে এই জয়ের দিনেও কাঁটা হয়ে বিঁধছে ২৪ ঘণ্টা আগের একটি ঘটনা। যেখানে অনুশীলনের সময়ে ভিনিসিয়াস জুনিয়র ও রিচার্লিসনের মধ্যে জার্সি ধরে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। যা দেখে ছুটে গিয়ে দু’জনকে থামান নেমার। পরিস্থিতি শান্ত করেন কাসেমিরোকে নিয়ে। গোটা ঘটনায় ক্ষুব্ধ কোচ তিতেও।

গাভির কীর্তি: স্পেনের ১৭ বছরের তরুণ পাবলো মার্তিন পেস গাভিরা বা গাভি। রবিবার নেশনস লিগে চেক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে গোল করে সতীর্থ আনসু ফাতিকে টপকে স্পেনের সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা হলেন। ২০২০ সালে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে নজির গড়েছিলেন ১৭ বছর ৩১১ দিনের ফাতি। গাভির বয়স ১৭ বছর ৩০৪ দিন। চেক প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে ম্যাচ শেষ হয় ২-২ গোলে।

নায়ক সন: সোমবার আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়া ২-০ হারিয়ে দিয়েছে দশজনের চিলিকে। ফ্রি-কিক থেকে গোল করেন সন। তাঁর গোলের ভিডিয়ো জনপ্রিয় গণমাধ্যমে।

NOTIFICATION

This is for general information of all concerned that Sri Dhananjay S Mali, IRS(C&IT); 2010 (R20669) has been appointed as Expenditure Observer for the Bye-Election to 57 Jubarajnagar Assembly Constituency vide Election Commission of India vide letter No.464/ ECVEEM/BYE-ELECTION/Exp.Obs./EEPS/2022-Vol dated 31-05- 2022 and presently he is staying at Circuit House, Dharmanagar.

Sri Swapan Kumar Debbarma, Asstt. Engineer, DWS, Panisagar has been appointed as Liaison Officer to the Expenditure Observer whose Contact No. is 7005765928.

Interested people/party etc. may visit to the Expenditure Observer at Circuit House Dharmanagar in bitween 4 PM to 5.30 PM on all working days during his stay. People may also contact with him in Mobile No. 9366019587.

Sd/-Illegible
District Election Officer
District Magistrate & Collector
North Tripura, Dharmanagar

ICA/D/358/22

E-TENDER
NOTICE INVITING TENDER

The Medical Superintendent, AGMC & GBP Hospital, Agartala invites E-Tender from Original Equipment Manufacturers or Authorized dealers, in the state of Tripura for Procurement of 01(One) no. of H.D. Monitor for Endoscopic Nasal Surgery unit for the Department of ENT, AGMC & GBP Hospital, subject to certain terms & conditions through E-Procurement website of Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in (NIT also should publish in AGMC website www.agmc.nic.in). The Tender fee (non refundable) and Earnest money (Refundable) are to be paid electronically over the online payment facility provided in the portal, any time before bid submission end date using either of the supported payment modes like net banking / debit card / credit card. Last date of submission is up to 24.06/2022.

• The other details related e-Tender can be seen and obtained from the website **http://tripuratenders.gov.in**
• Corrigendum/Addendum, if any, will be published only on the above website.

Sd/-Illegible
Medical Superintendent (H.O.D)
AGMC & GBP Hospital, Agartala.

ICA-C-818-22

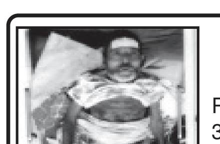

অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

Ref :- G.B. Top G.D. Entry No. 26. Dated 31/05/2022.

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত মৃত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ। বয়স- আনুমানিক ৪০ বছর, উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, গায়ের রঙ- শ্যামলা, মুখমণ্ডল- গোলাকার, চুল-কালো, গত ০৫/০৫/২০২২ ইং তারিখ বিকাল ২টা ৩০ মিনিট সময়ে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে ভর্তী হন এবং চিকিৎস্যা চলাকালীন গত ৩১/০৫/২০২২ ইং তারিখ রাত্রি ৮টা ০৫ মিনিট সময়ে তিনি মারা যান। আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয় স্বজন মৃত ব্যক্তির দাবি করেননি।

উপরে উল্লেখিত অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তত্য জানা থাকিলে বা আত্মীয় স্বজন থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০,
৩। জিবি টিওপি - ০৩৮১-২৩৫-৫০৯৫.

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-362/22

NIT NO: e-PNIT-06/EE/RDD/STC/2022-2023 Dated:-02/06/ 2022

The Executive Engineer, R.D Satchand Division, Sabroom, South Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 2:00 P.M. of 23/06/2022 for 02 (Two) construction works. For details visit website- **https://tripuratenders.gov.in** and contact at M-8414936533. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/-Illegible
Executive Enginee
RD Satchand Division
Sabroom, South Tripura

ICA-C-828-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-10/EE/RD/ TLM-DIV/2022-23, dt.03.06.2022.

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M on 16/06/2022 for 01 (One) No. construction work. For details visit website- **https://tripuratenders.gov.in** and contact 03825-262095/8731074766/9862139398. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/-Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

ICA-C-823-22

জাগরণ ভবনে মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা ও শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জাগরণ ভবনে অসুস্থ সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাসের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন এবং সম্পাদকের সাথে মতবিনিময় করেন। ছবি নিজস্ব।

উপনির্বাচন : ত্রিপুরা ফাইলস নিয়ে হাজির হবে তৃণমূল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। কাশ্মীর ফাইলস নিয়ে দেশ জুড়ে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হওয়ার পর এবার আসছে ত্রিপুরা ফাইলস। বৃহৎ পরিসরে নয়, ছোট সিরিজে প্রকাশিত হবে ওই নাট্যচিত্র। মূলত, বিজেপিকে পাল্টা দিতেই ত্রিপুরা ফাইলস নিয়ে হাজির হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস।

এবিষয়ে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব বলেন, দলের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা ফাইলস বলে একটা সিরিজ করছি। বিগত ৮ মাস এবং পুর নিগমের নির্বাচনের আগে থেকেই বিভিন্ন সমস্যা জনসাধরণের মনের ভেতরে উঠেছে। স্বাস্থ্য হোক বা অনান্য সমস্যাই, সেগুলি মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার দরকার আছে বলে মনে করছে তৃণমূল কংগ্রেস। অন্তত আগামী ২৩ জুন উপনির্বাচনের জন্য খুবই জরুরী বলে দাবি করেন সুস্মিতা দেব।

তিনি জনগণের কাছে অনুরোধ করেন, ত্রিপুরা ফাইলস দেখবেন। আপনাদের সমস্যাই ওই সিরিজে তুলে ধরা হবে। ওই সিরিজ দেখে আপনাদের সমস্যার সমাধান কোন দলকে ভোট দিলে সম্ভব হবে বিচার করবেন।

উপনির্বাচন : প্রচারে ঝড় তুললেন মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। মনোনয়ন জমা দিয়েই উপনির্বাচনে প্রচারে ঝড় তুললেন টাউন বড়দোয়ালি কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী তথা মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা। শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ, পুর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপার্সন রত্না দত্ত সহ দলীয় কর্মীদের আজ বাড়ি বাড়ি প্রচারে গেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, সোমবার উপনির্বাচনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ডা: মানিক সাহা। আজ সকাল সাড়ে সাতটা থেকে তিনি প্রচারে বেরিয়ে গেছেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকলের খোঁজ নিয়েছেন। সাথে ভোট প্রার্থনা করেছেন।

এদিন তিনি বলেন, প্রচারে বেরিয়ে জনগণের দারুন সাড়া পাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আমাদের সরকারের কাজকর্মের সুফল দেখতে পাচ্ছি। তিনি ১০০ শতাংশ নিশ্চয়তার সাথে বলেন, উপনির্বাচনে জিতবই। সাথে তিনি যোগ করেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারের কাজকর্মের বর্ণনা দিয়ে জনগণের কাছে লিফলেট বিলি করা হচ্ছে।

সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে আত্মসমর্পণকারী বৈরিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। আত্মসমর্পণকারী বৈরিরা কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ায় সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে। তিপরা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের সাহায্য প্রার্থী হয়েছে আত্মসমর্পণকারী ওই সব বৈরিরা। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে একসময় উত্তাল হয়ে উঠেছিল এই রাজ্যের পরিস্থিতি। বহু রক্তপাতের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। বহু প্রাণহানি এবং বহু পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে। বহু সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে। স্বাধীন ত্রিপুরা গঠন করার স্লোগান তুলে একাংশের বিভ্রান্ত উপজাতি মানুষজন রাজ্যে জাতিবিদ্বেষ তৈরি করে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েছিল। তাতে অভিশপ্ত হয়ে উঠেছিল ত্রিপুরার মাটি। সেই অশান্ত ত্রিপুরাকে শান্ত করার জন্য বিভ্রান্ত উপজাতি যুবক-যুবতীদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার। তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল অস্ত্র ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসলে তাদেরকে পুনর্বাসন সহ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। এ বিষয়ে আত্মসমর্পণকারী বৈরী সংগঠনগুলির সঙ্গে সরকারের মৌ স্বাক্ষর হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ ৩২ বছর পরও আত্মসমর্পণকারী বৈরিদের ন্যায্য দাবি পূরণ হয়নি। আত্মসমর্পণকারীরা ন্যায্য দাবি মিটিয়ে দেওয়ার জন্য বারবার তারা সরকার এবং প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে ব্যর্থ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণকারীরা ন্যায় বিচারের জন্য দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার চিন্তাধারা করছেন। সর্বোচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার জন্য তারা তিপরা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের সাহায্য প্রার্থী হয়েছে বলে জানা গেছে।

চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। গোপন খবরের ভিত্তিতে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ চুরি যাওয়া ২টি বাইক উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। বাইক গুলো বাংলাদেশ পাচার করার উদ্দেশ্যে চুরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। কিন্তু আরক্ষা প্রশাসনের তৎপরতায় তা সম্ভব হয়নি। মঙ্গলবার এয়ারপোর্ট থানার পুলিশের পক্ষ থেকে চুরি যাওয়া বাইক গুলি মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন চোরকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। টিআর০১এআর৭০৪৬ এবং টিআর০১এক্স৫৯৬৬ নম্বরের বাইক দুটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তার দাবিতে অবরোধ প্রধানের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৭ জুন।। উত্তর জেলার ৫৭ যুবরাজ নগর বিধানসভা কেন্দ্রের ঢুপিরবন্ধ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নম্বর ওয়ার্ডে যাতায়াতের রাস্তা ভেঙে পড়ায় চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে গ্রামবাসীকে।গ্রামের জনগণ গ্রাম প্রধান আজিম উদ্দিনের সাথে কথা বলার পরও সমস্যা সমাধানে অনিহা।ক্ষোভে লাতুগাউ ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় পথ অবরোধ করে বসেন গ্রামবাসীরা।পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে উঠে। প্রতিবাদকারীরা ফোনে একাধিকবার গ্রাম প্রধানের সাথে যোগাযোগ করতে চাইলেও কারুর সাথে যোগাযোগ করেন নি গ্রাম প্রধান।ঘটনার খবর পেয়ে সড়ক অবরোধের এক ঘণ্টার মাথায় ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ধর্মনগর থানার পুলিশ।পুলিশ আসার সাথে সাথেই উদয় হন গ্রামের প্রদান আজিম উদ্দিন।পুলিশ দেখে গায়ের গলা ঝেড়ে একপ্রকার গায়ের জোরে কথা বলতে শুরু করেন প্রধান।সংবাদকর্মীরা তাঁর সাথে কথা বলতে চাইলে, সংবাদ মাধ্যমের সাথেও উচ্চস্বরে,অঙ্গি ভঙ্গি করে বাজে দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ।প্রধান আজিম উদ্দিন মেজাজ হাড়িয়ে বলেন,ঐ রাস্তা দিয়ে ঢুপির বন্ধ গ্রামের পাঁচ ছয়টি পরিবারের যাতায়াত।বাকিরা সকলেই ধর্মনগর পৌর পরিষদ এলাকাধীন বসবাসকারী।পৌর এলাকার মানুষের সমস্যা পুর পরিষদ দেখবে।তিনি সকলের ঠিকাদারি রাখেন নি বলেও অফ ক্যামেরায় বলেন।প্রধান আরো বলেন, যে রাস্তা নিয়ে গ্রামবাসী পথ অবরোধ করছেন সেটি রাস্তা নয়।সেটি নাকি নদীর পার।তিনি বলেন,দীর্ঘ বছর ধরে ভাঙা অবস্থায় পড়ে ছিল নদীর পারটি।চার পাঁচ মাস পূর্বে বহু টাকা ব্যায় করে রেগার কাজের মধ্য দিয়ে মাটি ভরাট করে রাস্তাটি তৈরি করা হয়,কিন্তু বৃষ্টির জলে তা ভেঙে যায়।আর বর্তমানে উপনির্বাচন বিধি লাগু হওয়ায় কিছুই করা যাচ্ছে না।ভোট গণনার পরেই এই রাস্তা পুনরায় সংস্কার করা হবে বলে প্রধান আশ্বস্ত করেন।এদিকে গ্রামবাসী অভিযোগ করে বলেন, বহু টাকা ব্যায়ে এই রাস্তা সংস্কার করা হলেও সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ভাবে রাস্তার কাজ করায় সামান্য বৃষ্টির জলে তা তলিয়ে যায়। ।গ্রামের এক সুনাগরিক বারবার ফোন করার পরও ফোন কেন ধরেন নি,সেই প্রশ্নে গ্রাম বাসীকে তিনি বলেন, গ্রামের একজন প্রতিনিধির সাথে তার কথা হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাচারের সময় প্রচুর আগর গাছের লগ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর ৭ জুন।। উত্তর জেলার শনিছড়া বিট অফিস সংলগ্ন রাস্তা থেকে প্রচুর অবৈধ আগর গাছের লগ উদ্ধার করেছে বনদপ্তর। তিন চাকার মালবাহী অটোতে পাচারের সময় এই আগর গাছ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি। জেলা বন দপ্তরে অটো সহ আগর গাছগুলিকে উদ্ধার করে রাখা হয়েছে।

ধর্মনগর বনদপ্তরের রেঞ্জ অফিসার হেমন্ত দেবনাথ জানিয়েছেন, এই আগর গাছের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকার হবে। তবে আগর ব্যবসায়ীদের থেকে জানা গেছে, এই গাছগুলির এভাবে মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। কারণ এই গাছ থেকে বহু টাকার মূল্যের আগর বের হতে পারে। তাই ধারণা করা হচ্ছে এই আগর গাছের দাম আরও অনেক বেশি হতে পারে।এদিকে বনদপ্তর থেকে জানা গেছে, এই আগর গাছ আটকের পর দক্ষিণ ফুলবাড়ি থেকে কিছু মানুষ বনদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে তাদের জায়গা থেকে আগর চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। এই বিষয়ে তারা কদমতলা থানায় লিখিত অভিযোগও জানিয়ে রেখেছেন। এই ঘটনায় সব দিক খতিয়ে দেখে মঙ্গলবার ধর্মনগরে আদালতে একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছে বন দপ্তর। ঘটনার তদন্ত সম্পূর্ণ হওয়ার পরই আগর গাছের মালিকানা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বন দপ্তরের জনৈক আধিকারিক।

বাইক চোর সন্দেহে মানসিক রোগীকে মারধর অভয়নগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। চোর সন্দেহে এক মানসিক রোগীকে বেধড়ক মারধর করে জখম করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজধানীর আগরতলা শহর সংলগ্ন অভয়নগর এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। আহত মানসিক রোগীর নাম নিখিলেশ দেববর্মা। জানা যায় নিখিলেশ দেববর্মা নামে ওই ব্যক্তি বেশকিছুদিন ধরেই মানসিক রোগে ভুগছিলেন। পরিবারের তরফ থেকে তাক চিকিৎসা করানো হচ্ছে। সোমবার রাতে অভয়নগর এলাকায় নিখিলেশ দেববর্মা নামে ওই ব্যক্তি একটি বাইকের উপরে বসে রয়েছিল। তখনই তাকে বাইক চোর সন্দেহে কতিপয় লোকজন বেধড়ক মারধর করে। তাতে মানসিক রোগী নিখিলেশ দেববর্মা গুরুতরভাবে আহত হয়। ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন স্থানীয় লোকজন এগিয়ে আসেন। আহত মানসিক রোগীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে যারা বাইক চোর সন্দেহে মানসিক রোগী নিখিলেশ দেববর্মাকে মারধর করে জখম করেছে তাদেরকে আটক করে উত্তম-মধ্যম দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দুজনকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আইন হাতে তুলে নেওয়ার দায়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। স্থানীয় জনগণের অভিমত যদি সত্যিকার অর্থেই ওই ব্যক্তি বাইকে বসে থেকে থাকে এবং যারা মারধোর করেছে তারা যদি মনে করে থাকত যে সে বাইক চোর তাহলে তাকে মারধর না করে আটকে রেখে পুলিশকে খবর দিতে পারতো। কিন্তু তা না করে কেন তাকে মারধর করে জখম করা হলো সেই প্রশ্ন করেছেন এলাকাবাসী। আইন হাতে তুলে নেওয়ার ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করে দৃষ্টান্তমূলক নজির স্থাপন করার জন্য দাবি উঠেছে। উল্লেখ্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যে কোন ঘটনার পরপরই আইন হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এ ধরনের ঘটনা সত্যিকার অর্থেই দুর্ভাগ্যজনক।

নাবালক-নাবালিকার বিয়ে ভাঙল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ জুন।। শিক্ষিত ভদ্র সমাজে আজও নাবালক-নাবালিকার বিবাহের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। বর-কনে দুজনেরই আইন অনুসারে বিবাহের বয়স হয়নি। এমন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা গেল মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়ায়। তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ভেস্তে গেল নাবালিকা বিবাহ। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন ত্রিশাবাড়ি এলাকায়। এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের ডি.সি.এম বাপ্পাদিত্য রায় চৌধুরী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে তেলিয়ামুড়া ত্রিশাবাড়ি এলাকায় নাবালিকা ছেলে এবং মেয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। এমন খবর আসা মাত্রই ডি.সি.এম বাপ্পাদিত্য রায় চৌধুরী পুলিশ এবং চাইল্ড লাইনের কর্মীদের নিয়ে ত্রিশাবাড়ি স্থিত তপন কর্মকারের বাড়িতে হানাদারি চালায়। কথা ছিল তপন কর্মকারের নাবালক ছেলের সঙ্গে করইলং স্থিত জৈনক ব্যাক্তির নাবালিকা কণ্যার বিবাহ হবে মঙ্গলবার। প্রশাসনের জিজ্ঞাসাবাদে ছেলের পক্ষ এবং নাবালিকার পক্ষ অস্বীকার যায়। তারা প্রশাসনের ওই দলটির কাছে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তারা বলতে থাকে তারা প্রাপ্তবয়স্ক। কিন্তু বৈধ কাগজপত্র সামনে আসতেই দেখা যায় তপন কর্মকারের ছেলে নাবালক এবং করইলং এলাকার জনৈক ব্যাক্তির কণ্যাটিও নাবালিকা।পরে প্রশাসনের নির্দেশে পুলিশ নাবালক ছেলে, তার মা,বাবা সহ নিকট আত্মীয় এবং নাবালিকার পক্ষে নাবালিকার মাকে থানায় তুলে নিয়ে আসে। তবে বিজ্ঞান যত উন্নত হচ্ছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাবালক নাবালিকা বিবাহ দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে। সুশীল সমাজে যা নিন্দনীয় বিষয়। কিন্তু সুশীল সমাজে একাংশ শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষজন তালিম দিচ্ছে পরোক্ষভাবে নাবালক নাবালিকা বিবাহ প্রথাকে। অন্যদিকে সমাজের একাংশ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সচেতন মহলের অভিমত, নাবালক-নাবালিকা বিবাহ বন্ধে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সচেতনতামূলক কর্মসূচির ঘাটতি রয়েছে।

খাদ্য সুরক্ষায় মানদণ্ডের উপর সামগ্রিক উন্নতির স্বীকৃতি স্বরূপ রাজ্যের শংসাপত্র লাভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। খাদ্য সুরক্ষার মানদণ্ডে উন্নতির স্বীকৃতি স্বরূপ ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় সরকারের শংসাপত্র পেয়েছে। বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষে আজ ৭ জন ফুড সেফটি স্ট্যাণ্ডার্ড অথরিটি অফ ইণ্ডিয়ার নয়াদিল্লির সদর দপ্তর এফডিএ ভবনে এক অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের ফুড সেফটি স্ট্যাণ্ডার্ড অথরিটি অফ ইণ্ডিয়া কর্তৃক 'ক্ষুদ্র রাজ্য' ক্যাটাগরিতে ত্রিপুরা এই স্বীক'তি পেয়েছে। 'রাজ্য খাদ্য নিরাপত্তা সূচক ২০২১-২০২২' শীর্ষক মানদণ্ডের উপর সামগ্রিক উন্নতির স্বীক'তি স্বরূপ ত্রিপুরাকে পুরস্কৃত করা হয়। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডাঃ মনসুখ মাণ্ডভিয়ার হাত থেকে এই পুরস্কার ও শংসাপত্র রাজ্যের হয়ে নয়াদিল্লির ত্রিপুরা হাউসের রেসিডেন্ট কমিশনার সোনাল গোয়েল গ্রহণ করেন।

মর্জিমাফিক চলছেন পঞ্চায়েত সচিব, হয়রানির শিকার জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ জুন।। পঞ্চায়েতের মূল ফটকে ঝুলছে তালা, মর্জিমাফিক পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে সচিব বাবুর চলে যাচ্ছে মিটিং -এ। ফলে ভোগান্তির শিকার সাধারণ মানুষ। পঞ্চায়েত সচিবের বদান্যতায় সরকারি কোনো ছুটি না থাকলেও তালা বন্ধ পঞ্চায়েত গৃহ।ফলে সুবিধাভোগীরা পঞ্চায়েতে এসে থাকলেও তালা বন্ধ দেখে ফিরতে হয়েছে বাড়িতে।ঘটনার তেলিয়ামুড়া আরডি ব্লক এর অধীন মধ্য কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে মঙ্গলবার।

তেলিয়ামুড়া মহকুমার ২৮ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত তেলিয়ামুড়া আর.ডি.ব্লকের অধীন মধ্য কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতটি ছিল কোন এক অজ্ঞাত কারণে তালা বন্ধ। সংবাদে জানা গিয়েছে, মধ্য কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সচিব সঞ্জীত দেববর্মা প্রায়ই পঞ্চায়েত না খুলে চাবি নিয়ে মিটিং চলে যায়। অভিযোগ আজকের নয় দীর্ঘদিনের। জানা গেছে, পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সেক্রেটারি সঞ্জীত দেববর্মা পঞ্চায়েতের চাবি নিজের কাছে রেখে দেয়। মঙ্গলবার সকাল থেকে গ্রুপ ডি পদে কর্মরত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন গ্রামে বন্য হাতির তান্ডব

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ জুন।। আবারো হাতির আতঙ্ক ঘুম কেড়েছে মানুষজনদের। রাতের অন্ধকারে কিংবা প্রকাশ্য দিনের আলোতে যখন-তখন বন্য হাতির দল প্রবেশ করছে ঘন বসতি এলাকায়। বেশ কিছুদিন বনাঞ্চলে থাকার পর ফের বন্যহাতির দল সময়ে অসময়ে ঘনবসতি এলাকাগুলিতে প্রবেশ করছে। এতে ঘনবসতি এলাকার বসবাসকারী মানুষ জনের মধ্যে ফের বন্যহাতির আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। বনদপ্তর আছে, আছে এ.ডি.এস টিমের কর্মীরাও। কিন্তু বনদপ্তরের কর্মীরা একপ্রকার কুম্ভনিদ্রায়। ঘটনা, তেলিয়ামুড়া মহকুমা বনদপ্তরের অধিক চাকমাঘাটের বিস্তীর্ণ এলাকা সহ আরো বেশ কয়েকটি এলাকায়। জানা যায়, বেশ কিছুদিন তেলিয়ামুড়া বেশ কয়েকটি বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে যেসকল ঘনবসতি এলাকাগুলি রয়েছে এই এলাকাগুলিতে হাতির আনাগোনা না থাকলেও, আবারও বেশ কিছুদিন ধরে রাতের অন্ধকারে হোক কিংবা দিনের আলোতে বন্য হাতি আচমকাই ঘনবসতি এলাকায় প্রবেশ করছে। ফলে ঐ সকল এলাকায় বসবাসকারী মানুষজনদের মধ্যে একপ্রকার আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, তেলিয়ামুড়া মহাকুমা বনদপ্তর এর অধীন চাকমাঘাট সহ আরো বেশ কয়েকটি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ঘনবসতি এলাকাগুলিতে দীর্ঘ বছর ধরে বন্য হাতির আক্রমণ হয়ে আসছিল। কিন্তু কিছু মাস পূর্বে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা বনদপ্তর এর উদ্যোগে বিপুল অঙ্কের সরকারি অর্থের ব্যয় করে 'অ্যাকশন প্ল্যান অপারেশনের' মাধ্যমে বনের হাতিগুলিকে বনে পুনরায় পাঠিয়ে দেওয়ার এক প্রয়াস করেছিল। যদিও বনদপ্তর এর এই প্রয়াসে সামান্য কিছুদিন বন্যহাতি ঘন বসতি এলাকা থেকে দূরে থাকলেও ইদানিংকালে আবারো হাতির দল আচমকাই প্রবেশ করছে ঘন বসতি এলাকায়। আচমকাই আবারো এলাকায় হাতির আনাগোনায় এলাকার মানুষজনদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। রাতের অন্ধকারে হাতির আতঙ্কে এলাকার মানুষজনকে ঘর থেকে বেরিয়ে পাহারা দিতে হচ্ছে। যদিও হাতি তাড়ানোর কাজে নিয়োজিত এ.ডি.এস টিমের কর্মীরা হাতির দলকে তৎক্ষণাৎ ঘনবসতি এলাকা থেকে দূরে জঙ্গলে পাঠিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থের আদ্যশ্রাদ্ধ করে বন্য হাতির দলকে পুনরায় জঙ্গলে পাঠাতে যে নাটক মঞ্চস্থ করেছিল তেলিয়ামুড়া মহকুমা বনদপ্তর, সেটা আদৌ কতটা কার্যকরী হয়েছে, জনমনে উঠছে প্রশ্ন!

সোনামুড়া পিএনবি ব্যাঙ্কের পরিষেবা নিয়ে গ্রাহকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৭ জুন।। সোনামুড়া মহকুমার মধ্যে অন্যান্য যত সব ব্যাঙ্ক আছে,তার চাইতে অধিক সংখ্যক গ্রাহক পাঞ্জাব ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্কে। প্রতিদিন কয়েকশো গ্রাহক তার প্রয়োজনে টাকা জমা করা, টাকা তোলা, চ্যালান কাটা, ভাতা তোলা,পেনশনের টাকা, কর্মচারীদের বেতন পাওয়া, বিভিন্ন ধরনের লোন দেওয়া নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের দরজায় কড়া নাড়তে হয়। সোনামুড়া মহকুমার চার টি বিধানসভার লোকজন অর্থাৎ পিএনবি য়ের নিয় মিত গ্রাহক অনেক দূর দূরান্ত থেকে আসে টাকা পয়সা তোলার জন্য। সকাল দশটা থেকে লাইন ধরে প্রচন্ড ভীড় গরম সহ্য করে ও সঠিকভাবে ভাল পরিষেবা দিতে ব্যর্থ পি এন বি ব্রাঞ্চ ম্যান্যজার। গ্রাহকদের অভিযোগ এই ব্যঙ্ক প্রায় সত্তর হাজার থেকে আশি হাজার গ্রাহক রয়েছে। সঠিক সময়ের মধ্যে সকালে ১০টা থেকে দুপুর ১.৩০ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে লেনদেনের করতে হবে। তারপর দুপুরে টিফিন বাবদ ১ঘণ্টা সময়। দ্বিতীয় পর্বে আড়াইটা থেকে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত ব্যাঙ্কের কাজ কর্ম চলবে। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমানে রয়েছে কর্মচারী , অথচ হাজার গ্রাহক থাকা স্বত্তে ও ব্যাঙ্কে রয়েছে মাএ দুটি ক্যাশ কাউন্টার। তারই মধ্যে এক নম্বর ক্যাশ কাউন্টারের ক্যাশিয়ারের অকর্মন্যতা। এমনিতে বয়স্ক উনার দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ এবং কম্পিউটার মাউস চলে শ্বম্ভুক গতিতে। এক জন গ্রাহকে টাকা দিতে সময় লাগে প্রায় নূনতম ত্রিশ/চল্লিশ মিনিটের মত। লাইনে প্রচন্ড ভীড় পেছনে শতশতলোক দাড়িয়েছে ঠিকই। কিন্তু তাতে ক্যাশিয়ার বাবু এবং ম্যানাজার বাবুর কি আসে যায়। নির্ধারিত সময়েই মধ্যে যে সকল গ্রাহক পরিষেবা পাবে তো তাদের ভাগ্য খুবই ভাল, আর যাহারা পাবেন না তারা বাড়িতে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কনো রাস্তা নেই। প্রতিদিন এই হচ্ছে রোজনামচা ,পরিষেবার নামে নিত্য দিন হয়রানির শিকার। ভোগান্তির ফলে ব্যাঙ্কে চলে চিৎকার বিশৃঙ্খলা, লাইনে চলে ধাক্কা ধাক্কি মত ঘটনা। যার ফলে অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধা অসুস্থ হয়ে পড়ে। রাগে ক্ষোভে অভিমানে বাড়ী চলে যায়। আবার সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে বলা হয়েছে যার পাশ বই সে নিয়ে আসলেই আপডেট করা হবে। অন্য কেউ পাশ বই নিয়ে আসলে তাকে আপডেট করে দেওয়া হবে না আদেশ অনুসারে ব্যাঙ্ককতৃপক্ষ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অ্যাপলো মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিটের সূচনা করেন এডিসির নির্বাহী সদস্য প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মণ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।